

গাজায় ধ্বংসস্তপের নীচে পড়ে আছে হাজারের বেশি লাশ: ডব্লিউএইচও

সারে-জমিন

প্রথম নজর

সরকারি কর্মীর

দ্বিতীয় বিয়েতে

সরকারি সম্মতি

লাগবে অসমে





গাজার যুদ্ধ সেই তেহরানির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে সম্পাদকীয়



গুগল ফটোজে সংরক্ষণ করা যাবে অরিজিনাল ছবি টেকস্যাভি

শনিবার ২৮ অক্টোবর, ২০২৩

১০ কার্তিক ১৪৩০

১২ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি

জাইদল হক

সালাহর রেকর্ডের রাতে কীর্তি গড়ল লিভারপুল

খেলতে খেলতে

APONZONE ইনসাফের পক্ষে নিভীক কণ্ঠস্বর Bengali Daily

Vol.: 18 ■ Issue: 289 ■ Daily APONZONE ■ 28 October 2023 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

# রেশন কেলেঞ্চারিতে ইডির হাতে গ্রেফতার জ্যোতিপ্রিয়

#### অসুস্থ হয়ে ভর্তি মন্ত্রীর চিকিৎসা চলছে বেসরকারি হাসপাতালে



হারান। তখন বিচারক তনুময়

পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি ছাত্র

এবং ছাত্রীদের ভর্তি পরীক্ষা



কর্মকার আদালতে থাকা জ্যোতিপ্রিয়র কন্যা প্রিয়দর্শিনী মল্লিককে তার বাবার কাছে যাওয়ার অনুমতি দেন। তার মাথায় জল ঢালা হয়।চেয়ারে বসা অবস্থাতেই জ্ঞান হারানোয় সেই অবস্থাতেই তাকে বাইরে নিয়ে আসা হয়। পরে বিচারকের বাতানুকূল চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হয় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে। তখনই ডাক পড়ে অ্যাম্বলেন্সের। ইডি আধিকারিকরা তাকে জোকা ইএসআই হাসপাতালে খবর্তি করাতে চাইলে জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবীরা আপত্তি জানান। তারা দাবি করেন কোনও বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হোক। বিচারক জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবীদের দাবিকে মান্যতা দিয়ে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করার জন্য বলার পাশাপাশি সুস্থ হলে কমান্ড হাসপাতালে ভর্তি করার নির্দেশ দেন। তাতে সম্মতি জানান জ্যোতিপ্রিয়ল

সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। তিনি বাড়ির খাবার খেতে পারবেন। তবে, বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার সব খরচ বহন করতে হবে জ্যোতিপ্রিয়র পরিবারকেই। এদিন আদালতে সওয়াল জবাবের সময় বিচারকের সামনে নিজের আদালাতে থাকা জ্যোতিপ্রিয়কে সরাসরি জিজ্ঞেস করেন ইডি জানা গিয়েছে।

আধিকারিকরা তার প্রতি শারীরিকভাবে কোনও অত্যাচার করেছেন কিনা। জ্যোতিপ্রিয় অবশ্য তার জবাবে বলেন, ইডি আধিকারিকরা কোনও শারীরিক অত্যাচার করেননি। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়, গ্রেফতারির কারণ সংক্রান্ত কাগজপত্র তাকে দেওয়া হয়েছে কিনা। জ্যোতিপ্রিয় জানান হ্যাঁ। তবে জ্যোতিপ্রিয় বিচারককে জানান, এফআইআরে স্ত্রী মণিদীপা এবং কন্যা প্রিয়দর্শিনীর নাম আছে।। আর একজন মহিলার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তার নাম নেই। যদিও ইডির আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি বলেন, মন্ত্রীর পরামর্শে তিনটি সংস্থা খোলা হয়। তাদের ডিরেক্টর মন্ত্রীর স্ত্রী এবং মেয়ে। অথচ তারা বলছেন, আমরা কিছু জানি না। মানিক ভট্টাচার্যের মামলা এবং এই মামলা একই ধাঁচের। দুই ক্ষেত্রেই অপরাধের ধরন একই। যদিও আদালতে জ্যোতিপ্রিয় জানান তার গ্রেফতার বিজেপি ও শুভেন্দুর ষড়যন্ত্র। উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে রেশন বন্টন কেলেঙ্কারি মামলায় বালুর জন্য পাঠানো হবে। মন্ত্রী ও তার করে কয়েক বছরে জ্যোতিপ্রিয়র খোঁজ পেতেই ইডির তদন্ত বলে

# মন্দিরের উদ্বোধনে গেলে মুসলিমদের দাবি

# বাবরির বিকল্প মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর করুন প্রধানমন্ত্রী

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধা

অযোধ্যার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

স্থাপন করতে। একইভাবে

ইনসানিয়াত'-এর আহ্বায়ক

মাওলানা অসীম নদভী মনে

বিরত থাকা। হুসেন বলেন,

করেন, প্রস্তাবিত মসজিদ এলাকায়

আন্দোলন 'পায়াম-ই-

জানাতে ও মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর

আপনজন ডেস্ক: আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রাম জন্মভূমি প্রাঙ্গণে আসন্ন মন্দিরের গর্ভগৃহে রামের মূর্তি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নিশ্চিত করেছেন। এর পর মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি অংশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে অযোধ্যার সোহাওয়াল তহসিলের ধরিপুর গ্রামে প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের বিকল্প মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে অনুষ্ঠানে তাকে অংশ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছে। তবে এই আবেদনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় মসজিদের দায়েত্ব থাকা ইন্দো-ইসলামিক কালচারাল ফাউন্ডেশন (আইআইএফসি) বলেছে, মসজিদের নকশা এখনও অনুমোদিত হয়নি এবং পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহ করা হয়নি। তাই এখনই প্রধানমন্ত্রীকে ভিত্তি স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে মসজিদ প্রকল্পকে রাজনীতিকরণ করা উচিত নয়। ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর অযোধ্যা প্রশাসন অযোধ্যা শহর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে ধন্নিপুর গ্রামে উত্তরপ্রদেশ সুন্নি সেন্ট্রাল ওয়াকফ বোর্ডকে মসজিদ নির্মাণের জন্য ৫ একর জমি বরাদ্দ করেছিল। এ অযোধ্যা শাখার সভাপতি মুফতি হিসবুল্লাহ বাদশা খান বলেন, 'মোদি ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তিনি হিন্দু ও মুসলিম উভয়ের পক্ষে। তিনি যদি হিন্দু ভাইদের 'উপাসনা গৃহ' মন্দির উদ্বোধন করতে আসেন, তাহলে তারও উচিত



মসজিদ প্রকল্প বাস্তবায়িত না হওয়া আইআইসিএফের উপর ছেডে দেওয়া উচিত।তিনি আরও বলেন, ভিত্তি স্থাপনের সময় কেবল তখনই আসবে যখন তহবিল সংগ্রহ করা হবে এবং নকশাটি পাস হবে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এবং আমরা ধন্যিপুরে তার উপস্থিতি দেখতে চাই। তবে তার সফরের সাথে কিছু প্রোটোকল সংযুক্ত রয়েছে। আমাদের সেগুলি পুরণ করতে হবে। আইআইসিএফ<sup>্</sup>সচিব বলেন, যারা রাজনীতিবিদ অনেক কিছ বোঝেন না। তিনি বলেন. আদালতের মাধ্যমে শত বছরের পুরনো বিরোধ নিষ্পত্তি হয়েছে। তাই ধন্যিপুর গ্রামে দেওয়া জমিতে মসজিদ নির্মাণ করে আদালতের বায়কে সম্মান জানানো আমাদের দায়িত্ব। আমরা এখনও তহবিল সংগ্রহ করছি। এমন পরিস্থিতিতে আমরা কীভাবে প্রধানমন্ত্রীকে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারি?



ধরনের বিবাহ তার জন্য প্রযোজ্য।

আদেশে বলা হয়, যেসব সরকারি

কর্মচারী দ্বিতীয় বিয়ে করেন

তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা

ধর্মে অধিকার থাকলে। আর.

করতে পারবেন না।

কোনও মহিলা সরকারি কর্মচারী

স্বামী জীবিত থাকতে দ্বিতীয় বিযে

নেওয়া হবে, যদি প্রথম বিবাহের

স্ত্রী জীবিত থাকে। এমনকী তাদের

গোলাম আহমাদ মোর্তজা রহ প্রতিষ্ঠাতা

# বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ গোলাম আহমাদ মোর্তজা সাহেব (রহ.) প্রতিষ্ঠিত



২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

মাধ্যমঃ বাংলা • পাঠ্যক্রমঃ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদ

ব্যবস্থাপনাঃ সম্পূর্ণ আবাসিক





প্রধান কেন্দ্র এবং বয়েজ ক্যাম্পা

মেমারি, পূর্ব বর্ধমান



চেয়ারম্যান জি.ডি.মনিটরিং কমিটি

গার্লস শাখা ১. শ্যামসুন্দরপুর (পানাগড়), পূর্ব বর্ধমান

ভর্তি পরীক্ষায় বসার জন্য অনলাইনে www.mamoonnationalschool.org- তে গিয়ে ছাত্র অথবা ছাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করুন

অনলাইনে আবেদন করার সময় জন্ম সার্টিফিকেট, আধার কার্ড এবং পাসপোর্ট সাইজের ছবি আপলোড করতে হবে। অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন করতে না পারলে সরাসরি সেন্টারে এসে ফরম ফিলাপ করা যাবে।

অনলাইন - ১০০ টাকা ফরম-এর মূল্য ঃ

অফলাইন - ১৫০ টাকা

যোগাযোগ - ৯১৫৩৪৩৪০১২ / ৭০৭৬০৯৫৬৬৬

ইমেল - mamoonschool@gmail.com



জেলাভিত্তিক কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষার তারিখ ঃ ২৯ অক্টোবর, ২০২৩ রবিবার

সময় ঃ বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা

## জেলাভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র

- <mark>১. মালদা ঃ সুজাপুর হাইস্কুল (সুজাপুর)</mark>
- ২. মুর্শিদাবাদঃ আল ফালাহ মিশন (ভাকুড়ি মোড়, বহরমপুর সন্নিকট)
- <mark>৩. বীরভূম ঃ রামপুরহাট এইচ.এম.বি. হাইমাদ্রাসা, রামপুরহাট</mark>
- বাঁকুড়া : রসুলপুর হাইমাদ্রাসা, রসুলপুর
- ৫. পূর্ব মেদিনীপুর ঃ পরমহংসপুর বরকতীয়া হাইমাদ্রাসা (পরমহংসপুর, নন্দকুমার)
- ৬. পশ্চিম মেদিনীপুর : এস এম. আই. হাই মাদ্রাসা (ওয়ার্ড নং ১২, মির্জামহল্লা, মেদিনীপুর টাউন)
- ৭. দঃ ২৪ পরগনা ঃ শিশু শিক্ষাসদন জি.এস.এফ.পি. স্কুল (কীর্তনখোলা, বারুইপুর) বারুইপুর স্টেশন থেকে ২ কি.মি.
- <mark>৮. **উঃ** ২৪ পরগনা ঃ</mark> বসিরহাট আমিনিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা (ত্রিমোহিনী, বসিরহাট টাউন)

সরাসরি পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়ে ফর্ম ফিলাপ করে পরীক্ষায় বসা যাবে



সময়ঃ বেলা ১১ টা থেকে দুপুর ১ টা

নিজম্ব পরীক্ষা কেন্দ্র

১. মামূন ন্যাশনাল স্কুল ২. মামূন ন্যাশনাল স্কুল মেমারি, পূর্ব বর্ধমান শ্যামসুন্দরপুর (পানাগড়), পূর্ব বর্ধমান

#### পরীক্ষার বিষয়

- 📕 পঞ্চম থেকে সপ্তমঃ বাংলা, ইংরাজী ও অঙ্ক (পূর্ণমান-৫০)
- 🔲 অস্টম ও নবম ঃ বাংলা, ইংরাজী, অঙ্ক, (পূর্ণমান-৬০) <mark>জীবন বিজ্ঞান ও ভৌত</mark> বিজ্ঞান

আপনজন ■ শনিবার ■ ২৮ অক্টোবর, ২০২৩



টিম তখন প্রযুক্তিজ্ঞানের প্রাথমিক

সংকট কাটিয়ে ওঠে। প্রথমে ৬০

# আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নিভীক কণ্ঠস্বর

১৮ বর্ষ, ২৮৯ সংখ্যা, ১০ কার্তিক ১৪৩০, ১২ রবিউস সানি, ১৪৪৫ হিজরি



#### নৈরাজ্য

ন্নয়নশীল দেশের প্রধান একটি সমস্যা হইল, এই সকল

দেশের প্রশাসনে যাহারা দায়িত্ব পালন করেন, তাহারা রুলস-রেগুলেশনের মধ্যে না থাকিয়া অনেক সময় সরকারি দলের সেবাদাসে পরিণত হন। যখন যে সরকার ক্ষমতায় আসে, তখন তাহারা তাহাদের লোক হইয়া পড়েন। প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী আর থাকেন না। আমলাতন্ত্রের যে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার গোড়াপত্তন হইয়াছে, ইহা তাহার পরিপম্থি। কেননা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদ-পদবি স্থায়ী. তাহারা সরকারের ধারাবাহিকতার রক্ষক এবং সরকারি সম্পদ বা বরান্দের অতন্দ্র প্রহরী: কিন্তু তাহারা যদি সরকারদলীয় নেতাকর্মীর মতো আচরণ করেন, তাহাদের অন্যায় ও অবৈধ হুকুম মতো চলেন, কিংবা সরকারি দল ও প্রশাসন মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া যায়. তাহা হইলে সেই সকল দেশে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা কঠিন। এই করুণ পরিস্থিতি হইতে উন্নয়নশীল দেশগুলি বাহির হইয়া আসিবে কবে? ইহা হইতে বাহির হইয়া আসিতে না পারিলে আজকে যাহারা সরকারি দলের হইয়া অন্যায়ভাবে গ্রেফতার বা লাঠিপিটা করিতেছেন, ক্ষমতার কখনো পটপরিবর্তনে দেখা যাইবে তাহারাই আবার তাহাদের মারধর করিতেছেন যাহাদের হুকুমমতো একদা তাহারা উঠাবসা করিতেন।

লক্ষ করিলে দেখা যায়, এই সকল দেশে অনেক সময় সরকারবিরোধী সমাবেশে যত লোকের সমাগম হয়. তাহার তুলনায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংখ্যাই থাকে অধিক। এই সকল দেশে গত সাত-আট দশকেও সরকার ও বিরোধী দলের রাজনৈতিক কৌশলের তেমন হেরফের হয় নাই। সরকারের দমনপীড়নমূলক একই কৌশল ও একই ভাষা। আবার বিরোধী দলগুলির জ্বালাও-পোড়াও, হরতাল, অবরোধসহ একই ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি। ইহা হইতে বাহির হইয়া আসা দূরহ কাজ হইলেও অসাধ্য নহে। জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় কাহাকে না কাহাকে এই ক্ষেত্রে ফলস্টপ দিতে হইবে। শুধ্ রাজধানী বা মেট্রোপলিটন শহরগুলিতেই নহে, মফস্সল শহর ও প্রত্যন্ত গ্রামগঞ্জেও একই দৃশ্য বিদ্যমান। সেইখানে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-পাতিনেতাদের কথামতোই চলে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের এক শ্রেণির লোকও। এই সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে দেখা যায়। এই সকল দেশে নির্বাচন হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ কাজে আস্থাহীনতার জন্য এই পরিস্থিতিই দায়ী। এই সকল দেশে সুষ্ঠু, অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এবং শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর হয় না বলিলেই চলে। জাতীয় নির্বাচন যখন সন্নিকটবর্তী হয়, তখন এমন সংঘাতময় পরিস্থিতি তৈরি হয় যে, নির্বাচন আদৌ হইবে কি না, বা হইলেও তাহাতে তাহারা নিজেদের পছন্দমতো প্রার্থীকে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে ভোট দিতে পারিবে কি না–তাহা লইয়া দেখা দেয় সন্দেহ-সংশয়। নির্বাচন আসিলেই তাহারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়ে। এমনকি প্রধান নির্বাচন কমিশনার পর্যন্ত মন্তব্য করিতে বাধ্য হন– নির্বাচনের পরিবেশ নাই। এই পরিবেশ কীভাবে নিশ্চিত হইবে? বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে? যেই সকল দেশ যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে অস্বাভাবিক পন্থায় স্বাধীন হইয়াছে, সেই সকল দেশে সংকট আরো অধিক। সেই সকল দেশে অনেক সময় আনফিনিশড রেভ্যুলেশন বা অসমাপ্ত বিপ্লবের মতো পরিস্থিতি বিরাজ করে বিধায় সংঘাত, সংঘর্ষ ও হানাহানি-মারামারি ইত্যাদি নিয়তি হইয়া দাঁড়ায়। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সেই পঞ্চাশ-ষাট দশক হইতে অদ্যাবধি প্রশাসনিক সংস্কার তেমন একটা হয় নাই। বিশেষ করিয়া, জনগণের পক্ষে উল্লেখযোগ্য ও গুণগত পরিবর্তন আসে নাই। নাগরিক স্বাধীনতার অনুকলে ঔপনিবেশিক কালাকাননের তেমন রদবদল হয় নাই। সেই জন্যই এই সকল দেশ বসবাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। মানচিত্রের দিকে তাকাইলে বুঝা যায়–কোথায় যুদ্ধ নাই, নাই জবরদস্তি। যাহারা মনে করেন, এই ধারা চলিতেই থাকিবে আমরা তাহাদের দীর্ঘজীবন কামনা করি, যাহাতে তাহারা শেষ পর্যন্ত পরিবর্তন দেখিয়া যাইতে পারেন। এই পরিবর্তন আসিতে বাধ্য। তবে সেই

পরিবর্তন ভালো না মন্দ হইবে তাহা আমরা জানি না। হয়তো নৈরাজ্য

হইবে। কেননা সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বুলাইলেই দেখা যায়

খুনাখুনি ও হানাহানি। এই সকল আসলে কীসের আলামত?

# গাজার যুদ্ধ সেই হাসান তেহরানির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে

২০২০ সালের জানুয়ারিতে জেনারেল কাসেম সোলেইমানি নিহত হওয়ার পর যাঁরা উল্লাস করেছিলেন,

তাঁদের কাছে ২০২৩-এর ৭ অক্টোবর বেশ বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। এ রকম অনেকে এখন বলছেন,

ভূরাজনীতি আমূল বদলে দেবে। সত্যতা আছে এ কথায়। বাস্তবতা হলো ইসরায়েল নয়, মধ্যপ্রাচ্যকে

হামাসের 'আল-আকসা ফ্লাডে'র পর মধ্যপ্রাচ্য আর আগের মতো থাকবে না। দিনটি মধ্যপ্রাচ্যের

বদলে দিচ্ছেন ইরানি সমরবিদেরা। গাজাযুদ্ধ সে রকম এক সমরবিদ হাসান তেহরানি মোগাহদ্ধামের কথা মনে

জেনারেল কাসেম সোলেইমানি নিহত হওয়ার পর যাঁরা উল্লাস করেছিলেন, তাঁদের কাছে ২০২৩-এর ৭ অক্টোবর বেশ বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। এ রকম অনেকে এখন বলছেন. হামাসের 'আল-আকসা ফ্লাডে'র পর মধ্যপ্রাচ্য আর আগের মতো থাকবে না। দিনটি মধ্যপ্রাচ্যের ভরাজনীতি আমল বদলে দেবে। সত্যতা আছে এ কথায়। বাস্তবতা হলো ইসরায়েল নয়, মধ্যপ্রাচ্যকে বদলে দিচ্ছেন ইরানি সমরবিদেরা। গাজাযুদ্ধ সে রকম এক সমরবিদ হাসান তেহরানি মোগাহদ্দামের কথা মনে করিয়ে

যেভাবে একটা মিথ ধ্বংস হলো এটা প্রায় সবার জানা, বহুকাল ফিলিস্তিনি তরুণদের প্রতিরোধ অস্ত্র ছিল পাথর বা ইটের টুকরা। হাসান তেহরানির অবদান এটুকু, ওই তরুণদের হাতে ইটের টুকরার বদলে রকেট প্রযুক্তি ধরিয়ে

'আল–আকসা ফ্লাড' অভিযানের প্রথম দুই সপ্তাহে হামাস প্রায় ৫ হাজার রকেট ছুড়েছে। অভিযানে দূরপাল্লার মিসাইলও ব্যবহার মজবুত। কিন্তু হামাসের সব মিসাইল ও রকেট তারা থামাতে পেরেছে এমন নয়। তাদের আহত-নিহত নাগরিকদের সংখ্যা জানাচ্ছে দেশটির মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ততটা সফল নয়-যতটা প্রচারিত। যুদ্ধে এ পর্যন্ত ইসরায়েলের প্রায় দেড় হাজার মানুষ মারা গেছেন। সংখ্যাটা নিহত গাজাবাসীর তুলনায় অনেক কম। কিন্তু ওয়াশিংটন ও

তেল আবিবের জন্য সংখ্যাটা বিব্রতকর। মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে এত দিন ধারণা দেওয়া হয়েছিল ইসরায়েলের মিথ ধ্বংস করেছেন আসলে একজন শিল্প প্রকৌশলী। মোটর অপারেটর হিসেবে শুরু করেছিলেন দেশসেবা। এখন বলা হয় তাঁকে। জীবিতকালে হাসান তেহরানি একজন শৌখিন পর্বত আরোহীও ছিলেন। এই শৌখিনতার মাঝে তাঁর পেশাগত বৈশিষ্ট্যের প্রায় পুরোটা খুঁজে পাওয়া যায়।

নাগরিকেরা বিশ্বাস করতে নিরাপদ নন। ইরানের একজন প্রযাক্তাবদ তাদের নিরাপত্তা ছিনতাই করে নিয়ে গেছেন। এমনকি ১৭ জন (অনানুষ্ঠানিক হত্যার পরও অবস্থার অবনতি থামানো যায়নি। ইসরায়েলের নেতারা দশকের পর দশক আরব শাসকগোষ্ঠী ও আমেরিকার বন্ধত্বের ওপর ভরসা করে ফিলিস্তিনিদের ন্যায্য অধিকার

অগ্রাহ্য করে গেছে। তারা ধারণা

হচ্ছে। রকেট ও মিসাইল সামলাতে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বেশ

আকাশ অজেয়। যুদ্ধে তারা কেবল মারতে শিখেছে। হামাস নয়, এই ইরানের 'মিসাইল প্রযুক্তির জনক'

৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের শিখেছেন আগের মতো আর তাঁরা সূত্রে ৩৮ জন) সহযোগীসহ তাঁকে

হয়তো। তাই মৃত্যুর আগে বলে গিয়েছিলেন তাঁর কবরের ফলকে যেন লেখা থাকে: 'রুয়ি কবরম বানোয়েসেয়েদ ইনজা মদফন কস আস্ত কে মি খোয়াস্ত ইসরাইল মারা নাবুদ কন্দ' (এখানে এমন একজন শুয়ে আছেন, যিনি ইসরায়েলকে ধ্বংস করতে চাইতেন)। জীবন হারানোর ঝুঁকি নিয়ে প্রতিরোধ-চিন্তায় লেগে থাকার একটা সংস্কৃতি আছে শিয়া ঐতিহ্যে। বহির্বিশ্বের অনেকে ইরানি জনজীবনের এই দিকটা বুঝতে অক্ষম। যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল মৈত্রীর বিপরীতে ইরান-হামাসের হুংকারকে অনেকের কাছে তীব্র এক অসম যুদ্ধ মনে হতো একদা। এখন আর সে রকম মনে হয় না। সমরপ্রযুক্তি সব বদলাচ্ছে। তারই কারিগর-নেতা ছিলেন হাসান তেহরানি। তেহরানি বা ইরান কখনো ইসরায়েলে হামলা চালাননি। তাঁদের কৌশল ছিল ভিন্ন। তাঁরা

আত্মঘাতী প্রমাণ করতে চলেছে।

যখন গেরিলা দলগুলোর হাতে

তেহরানের কাছে এক রহস্যময়

সবার অনুমান এই বিস্ফোরণের

পেছনে অন্য দেশের হাত ছিল।

তেহরানি নিজেও সেটা জানতেন

বিস্ফোরণে হাসান তেহরানি মারা

যান। ইরানের ভেতরে-বাইরে প্রায়

২০১১ সালের ১২ নভেম্বর

মিসাইল প্রযুক্তি

দুটো কাজ করেছেন: মিসাইল প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং সেই জ্ঞান হামাস, ইসলামি জিহাদ, হিজবুল্লাহসহ কয়েকটি গেরিলা দলের সঙ্গে ভাগাভাগি করা ও তাদের প্রশিক্ষিত করা। কাজটি কী মাত্রায় হয়েছে, তার সামান্যই হামাস হয়তো প্রদর্শন করেছে।

করতে পারেনি প্রযুক্তি জ্ঞান চলতি যুদ্ধে লেবাননের হিজবুল্লাহ শিগগিরই তাদের কৌশলকে

করিয়ে দিচ্ছে। লিখেছেন আলতাফ পারভেজ।

জড়ালেই কেবল তেহরানির সবচেয়ে চৌকস শিক্ষার্থীদের কাজ-কারবার দেখা যাবে। ইসরায়েল যে প্রতিদিন হুমকি দেওয়ার পরও গাজায় স্থল অভিযান শুরু করতে দেরি করেছে, তার বড় একটি কারণ তখন হিজবুল্লাহও তাতে জড়িয়ে পড়তে পারে। হিজবুল্লাহর হাতে হামাসের চেয়েও বহুগুণ বেশি এবং অপেক্ষাকৃত দূরপাল্লার মিসাইল রয়েছে। এই প্রযুক্তি-জ্ঞান হিজবুল্লাহ 'টিম-তেহরানি' থেকেই

ও তেল আবিবকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে। হামাসের কয়েক শ ডলারের নিজস্ব প্রযুক্তির প্রতিটি রকেট বাধা দিতে ইসরায়েলকে উন্নত প্রযুক্তির যে

তামির মিসাইল ছুড়তে হয়, তার প্রতিটির খরচ অন্তত ৫০ হাজার ডলার। বিপুল এই খরচ সামাল দিতে যুক্তরাষ্ট্রকে ইতিমধ্যে তিন বিলিয়ন ডলার সহায়তা দিতে হয়েছে জায়নবাদীদের। বাইডেন নতুন করে ১৪ বিলিয়ন ডলার দিতে চান। সব মিলে ব্যাপারটা এ

ওই তিন জায়গা থেকে ওয়াশিংটন

বিপ্লবের বছর ১৯৭৯ থেকেই ইরান তার আদর্শ ও ভূরাজনৈতিক লক্ষ্য মধ্যপ্রাচ্যে ছড়াতে চেয়েছে। কিন্তু সেটায় সফলতা এসেছে কেবল হাসান তেহরানির মতো জেনারেলদের হাত ধরে। লেবানন, গাজা ও ইয়েমেনকে হাসান তেহরানির মিসাইল প্রযুক্তির তিন পরীক্ষাগার বলা হয়। তেহরান সরাসরি যুদ্ধ ময়দানে না থেকেও ওই তিন জায়গা থেকে ওয়াশিংটন ও তেল আবিবকে যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলেছে ইতিমধ্যে।

তেহরানির একটা বিখ্যাত উক্তি: 'জ্ঞানকে বোমা মেরে ধ্বংস করা যাবে না'। কথাটা তিনি এ জন্য বলতেন, ইসরায়েলবিরোধী ইরানি-মিত্রদের অস্ত্রপাতি দেওয়ার চেয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া ভালো। তাতে খরচ কম, ঝুঁকি কম, সফলতা বোশ। বিপ্লবের বছর ১৯৭৯ থেকেই ইরান তার আদর্শ ও ভুরাজনৈতিক লক্ষ্য মধ্যপ্রাচ্যে ছড়াতে চেয়েছে। কিন্তু সেটায় সফলতা এসেছে কেবল হাসান তেহরানির মতো জেনারেলদের হাত ধরে। লেবানন, গাজা ও ইয়েমেনকে হাসান

তেহরানির মিসাইল প্রযুক্তির তিন

সরাসরি যুদ্ধ ময়দানে না থেকেও

পরীক্ষাগার বলা হয়। তেহরান

রকমই দাঁড়াচ্ছে, হাসান তেহরানি যুদ্ধে যুক্ত করে ফেলেছেন কেবল ইসরায়েল নয়, ওয়াশিংটনকেও। অথচ ইরান এ যুদ্ধের দৃশ্যমান কোনো পক্ষ নয়। তীব্র অর্থনৈতিক অবরোধের মাঝে থেকেও কেবল প্রযক্তিজ্ঞান স্থানান্তর কর্মসূচির মাধ্যমে ইরান

মধ্যপ্রাচ্যে যদ্ধক্ষমতার ভারসাম্য নিয়ে আসতে পারছে ক্রমাগত। যার আরেক বড প্রমাণ, যক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সরাসরি সহায়তা নিয়েও সৌদি আরব ইয়েমেনে আল-হুতি যোদ্ধাদের হারাতে পারেনি।

আল-হুতিদের হাতে এখন এমন মিসাইল আছে, যা এক হাজার কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে সৌদি তেল শিল্পকেন্দ্রগুলোতে হামলা

চালাতে সক্ষম। এই সক্ষমতা তারা কোথায় পেল, সেটা এখন সবাই জানে।

২০১৪ সালে হামাস ১০ কিলোমিটার পাল্লার ৬০টির মতো রকেট ছুড়েছিল ইসরায়েলের দিকে। এবার তারা কয়েক শ মাইল দূরপাল্লার রকেট ছুড়ছে। এক দশক না পেরোতেই এসব দেখতে

ইরাক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে শুরু ইরানের মিসাইল বিদ্যাপীঠ গড়ে তোলার প্রাথমিক কারণ সৌদি আরব বা ইসরায়েল ছিল না। সাদ্দাম হোসেনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে ইরানি শাসকেরা এই প্রযুক্তি বিকাশের মাঝে নিরাপত্তার বীজ দেখতে পান। ২৩ বছর বয়সী হাসান তেহরানি এ সময় ইরাকি যুদ্ধ ফ্রন্টে ছিলেন। সেখান থেকে তুলে এনে তাঁর মতো কয়েকজনকে মিসাইল ল্যাব গড়ে তুলতে বলা হয়।

১৯৮৪ সালে প্রথমে হাসান তেহরানিরা সিরিয়া সফর করেন: তারপর লিবিয়া। সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র হিসেবে এসব দেশে রুশদের 'স্কাড মিসাইল' ছিল। এই দুই দেশ থেকে স্কাডের গঠন ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান হলেও আসাদ বা গাদ্দাফি উভয়ে এই অস্ত্র তৈরির প্রযক্তি হস্তান্তর করতে ইতস্তত ছিলেন। সেটা সোভিয়েত নিষেধের কারণে। তেহরানিদের দল এরপর গোপনে সফর করে উত্তর কোরিয়া। আজকের কিমের দাদা তখন ক্ষমতায়। কিম পরিবার তত দিনে সোভিয়েত স্কাডকে কপি করে ফেলেছে। সে রকম এক শ মিসাইল ইরানে নিয়ে আসা হয় ওই সময়। একই সময় গাদ্দাফি কয়েকজন 'টেকনিশিয়ান' ধার দেয় ইরানকে। সব মিলে তেহরানিদের

মাইল পাল্লার 'নাজিয়াত' সিরিজের রকেট বানায় তারা। এরপর 'শাহাব' সিরিজ। তেহরানিরা যখন এসব কাজে নিমগ্ন, তত দিনে ইরানের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করেছে ইরাক ছাড়িয়ে ইসরায়েলের। সমর খাতে ইরানের প্রযক্তিগত বিকাশ ইসরায়েলের নজর এড়ায়নি। এরই মধ্যে লেবাননের শিয়া-হিজবুল্লাহর সঙ্গে তেহরানের সম্পর্ক নিবিড় হতে থাকে। হিজবুল্লাহর যোদ্ধারা ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়ছিল এ সময়। এভাবেই মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নতুন সমীকরণ তৈরি হয়। তেহরানির দল চলতি শতাব্দীর প্রথম দশকে হিজবুল্লাহকে মিসাইল প্রযুক্তিতে প্রশিক্ষিত করতে শুরু করেছিল। জেনারেল আমির আলী হাজিজাদেহ এ উদ্যোগে নেতৃত্ব দেন। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার নিষেধাজ্ঞায় আছেন তিনি এখন। তেহরানি গুপ্তহত্যার শিকারের পর বর্তমানে ইরানের মিসাইল কর্মসূচির অভিভাবক হলেন আমির আলী। এই দল এ বছর 'ফাত্তাহ' নামে হাইপারসনিক ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রদর্শন করেছে। ইরানের দাবি এটা ইসরায়েলের মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যহ এড়িয়ে যেতে সক্ষম এবং এক হাজার চার শ কিলোমিটার দূরের লক্ষ্যে আঘাত হানতে পারবে। যদি আমির আলীদের দাবি সত্য হয়, তাহলে তেহরান থেকে তেল আবিব পৌঁছাতে এই মিসাইলের মাত্র কয়েক মিনিট লাগবে। এখন পর্যন্ত কেবল রাশিয়া যুদ্ধ ময়দানে এই মিসাইলের ব্যবহার দেখিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কাছেও এ রকম মিসাইল রয়েছে। ইরানের এই বিদ্যার চতুর্থ অধিকারী হওয়া ইসরায়েলর জন্য গভীর উদ্বেগের সংবাদ। কারণ, ইরান এই প্রযুক্তি হামাস বা হিজবুল্লাহর হাতে তুলে দিলে মধ্যপ্রাচ্যে সামরিক ভারসাম্য আরও বদলে যাবে এবং তেহরান থেকে এটা না ছুড়লেও চলবে। তেহরানির এককালের সহযোগী

আমির আলী বলেছেন, তাঁরা 'ফাত্তাহ'র আওতা দুই হাজার কিলোমিটারে বাড়াবে। ঘোষণা হিসেবে এটা ইরানের সব প্রতিপক্ষের জন্য ১০ নম্বর বিপৎসংকেতের মতো। ঠিক এ রকম সময়েই গাজা থেকে হামাস 'আল-আকসা ফ্লাড' অভিযানে নেমেছে। এর পেছনে ইরানের সায় ছিল না এমন ভাবা কঠিন। মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক ও সামারক ক্ষমতার ভারসামে ইরানের মিসাইল প্রযুক্তি যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে ওয়াশিংটনকে সম্ভবত সেটাই প্রদর্শন করা হচ্ছে। হাসান তেহরানির জন্মমাস অক্টোবরকে ইরানের শাসকেরা এভাবেই উদ্যাপনের কথা ভেবে থাকতে পারেন। গাজার শত শত নিরীহ শিশু এই ভরাজনীতির নিৰ্মম বলি হলো কেবল। সৌ: প্র: আ:



অমিতাভ ভট্টশালী

ত্রীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর চীন সফরে ওই দুই দেশ তাদের **र्वे** श्रीमाना निर्धांत्र निर्य অমীমাংসিত বিষয়গুলির সমাধানের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে বলে জানা যাচ্ছে। একই সঙ্গে প্রথমবারের মতো কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের দিকেও এগোচ্ছে ওই দুটি দেশ। সীমান্ত নিয়ে কীভাবে মীমাংসা হয় ভুটান আর চীনের মধ্যে, বিশেষত ডোকলাম নিয়ে তারা কী সিদ্ধান্ত নেয়, তার ওপরে সতর্ক নজর রাখছে ভারত।

ভূটানের কোনও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এটাই প্রথম সরকারি চীন সফর। চীনের সরকারি গণমাধ্যম শিনহুয়া জানিয়েছে যে ২০১৬ সালে থমকে যাওয়া সীমান্ত আলোচনা আবারও শুরু করতে চীনে গেছেন ভুটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টান্ডি দোর্জি। তার সঙ্গে আছেন ভারতে নিযুক্ত ভুটানের রাষ্ট্রদৃত অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ভি নামগয়াল। দুই দেশের কৃটনৈতিক সম্পর্ক যদি স্থাপিত হয়, তাহলে সেটা একটা নজির হয়ে থাকবে, কারণ জাতি

সংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী

# বৈঠকের ওপরে কেন নজর রাখছে ভারত?

সদস্য, এমন কোনও দেশের সঙ্গেই কূটনৈতিক সম্পর্ক নেই হিমালয়ের কোলে এই পার্বত্য রাষ্ট্রটির। চীন, ভুটান 'চিরাচরিত বন্ধু' চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইয়ি-র সঙ্গে মি. দোর্জির সাক্ষাতকারের পরে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রক যে বিবৃতি দিয়েছে, তাতে মি. ওয়াংকে উদ্ধৃত করে লেখা হয়েছে, "চীন এবং ভুটান পর্বত আর নদীমালার মাধ্যমে সংযুক্ত এবং দুটি দেশের মধ্যে চিরাচরিত ভাবেই বন্ধুত্ব

"সীমানা নিষ্পত্তি এবং দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন হলে তা ভূটানের মেলিক এবং দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থরক্ষা করবে," জানিয়েছেন মি. ওয়াং। অন্যদিকে ভূটানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মি. দোর্জিকে উদ্ধৃত করে চীনা সরকারি সংবাদ সংস্থা শিনহুয়া লিখেছে, "ভূটানকে সহায়তা দেওয়া ও তাকে মদত দেওয়ার জন্য চীনকে ধন্যবাদ দেন টাণ্ডি দোর্জি। তিনি এও বলেছেন যে 'এক-চীন' নীতিকে ভূটান জোরালো ভাবে

রয়েছে।"

সমর্থন করে। "সীমান্ত নিয়ে সমস্যাগুলির যাতে দ্রুত সমাধান করার যায় আর কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া যাতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, সেই



লক্ষ্যে ভুটান চীনের সঙ্গে যেথ ভাবে উদ্যোগ নিয়ে আগ্রহী," মি. দোর্জিকে উদ্ধৃত করে তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে চীনের পররাষ্ট্র

ডোকলাম সহ যেসব সীমান্ত নিয়ে বিরোধ

দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ ড. সঞ্জয় ভরদ্বাজ বলছিলেন যে ভুটান ও চীনের মধ্যে প্রায় ৭৬৪ বর্গ কিলোমিটার সীমানা এখনও অমীমাংসিত। তার কথায়, "সীমান্ত নিয়ে ভুটান ও চীন ১৯৮৪ থেকে ২০১৬

সালের মধ্যে ২৪ দফা সীমান্ত আলোচনা চালিয়েছে আর এই সপ্তাহেরটি ২৫ তম বৈঠক। বেশ কয়েকটি বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠীরও বৈঠক হয়েছে।"

তবে ২০১৭ সালে ডোকলাম সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও চীনা পিপলস লিবারেশন আর্মি বা পিএলএ-র মধ্যে সংঘর্ষের পরে চীন-ভূটান সীমান্ত আলোচনা থমকে গিয়েছিল। এরমধ্যেই চীন ২০২০ সালে পূর্ব ভুটানের সাকতেং অভয়ারণ্যের ওপরেও দাবি জানায়। ভুটান সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তারপরে এ বছরের শুরুতে একটি যৌথ কারিগরি দল সীমানা নির্ধারণ নিয়ে আলোচনায় বসেছিল

তা থেকেই ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছিল যে দুটি দেশই সম্ভবত অমীমাংসিত সীমান্ত এলাকাগুলি নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিকে আন্তরিকভাবেই এগোতে চাইছে। ডোকলাম নিয়ে কেন বিতর্ক? ভারত, ভুটান আর চীন এই তিনটি দেশের সীমান্তে অবস্থিত একটা সরু মালভূমি এই ডোকলাম। ভারত আর ভুটান, দুই দেশই দাবি করে যে এই মালভূমিটি ভূটানের

এই অঞ্চল নিয়ে আগে কোনও বিতর্ক না থাকলেও ১৯৬২ -র ভারত-চীন যুদ্ধের পর থেকেই চীন দাবি করেআিসছে যে ডোকলাম তাদের এলাকা। তারা ওই অঞ্চলে একটি রাস্তা তৈরির কাজ চালাচ্ছিল ২০১৭ সালে, তখনই ভুটানের রাজকীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা চীনা বাহিনীকে বাধা দেয়। এর দুদিন পরে ভূটানের আর্জিতে সাড়া দিয়ে ভারতীয় বাহিনী অস্ত্র

আর বুলডোজার নিয়ে সেখানে

হাজির হয়।

ভারতের বিবাদ চলেছিল। ডোকলাম যে কারণে ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ডোকলাম এলাকাটি যদিও ভূটানের বলেই দাবী করে থিম্পু আর দিল্লি, কিন্তু তা ভারতের কাছেও সামরিক কেশলগত কারণে অতি গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে যে কোনও ধরণের চীনা হস্তক্ষেপের ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে দেশের বাকি অংশের যোগাযোগ যে 'শিলিগুড়ি করিডোর' বা 'চিকেন নেক'-এর মাধ্যমে, তার অনেক কাছাকাছি এসে পড়বে চীনা পিএলএ। জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ে বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সঞ্জয় ভরদ্বাজ বলছিলেন, "চিকেন নেক ভারতের সামরিক বাহিনীর কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ মাত্র ২৭ কিলোমিটার চওড়া ওই জায়গাটি দিয়েই উত্তরপূর্বাঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখা হয়। "সেখান দিয়ে যেমন সমরাস্ত্র এবং বাহিনী চলাচল করে, তেমনই উত্তরপূর্বাঞ্চলের বেসামরিক নাগরিকদের কাছেও দেশের অন্য অঞ্চল থেকে রসদ পেছয়," বলছিলেন মি. ভরদ্বাজ। ভারতের জাতীয় দৈনিকগুলি

দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে ডোকলাম

নিয়ে চীনের সঙ্গে ভুটান আর

বুধবার লিখেছে যে, সে কারণেই চীন-ভুটান সীমান্ত বৈঠকের ওপরে নজর রাখছে ভারত। দিল্লির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এখনও আনুষ্ঠানিক কোনও বিবৃতি দেয় নি, তবে মন্ত্রকের সূত্রগুলি উদ্ধৃত করে জাতীয় সংবাদপত্রগুলি লিখেছে যে চীন আর ভূটানের মধ্যে অমীমাংসিত সীমান্তগুলির মধ্যে যেহেত ডোকলামও আছে, তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই আলোচনার ওপরে ভারতের নজর সংবাদমাধ্যমে লেখা হচ্ছে যে ভারত-চীন-ভুটানের ত্রি-সীমানা

বাদ দিয়ে বাকি ডোকলাম

মালভূমির ওপরে যদি চীনকে

নিয়ন্ত্রণ দিয়ে দেয় ভূটান, তাহলে তা কেশলগত দিক থেকে ভারতের বিপক্ষে যাবে। কিন্তু অধ্যাপক ভরদ্বাজ বলছিলেন যে তিনি মনে করেন না যে ভূটান এমন কিছু করবে যা ভারতের বিপক্ষে যাবে। তার কথায়, "ভুটানের সঙ্গে ভারতের যে সম্পর্ক, তাতে আমার দৃঢ় ধারণা চীনের সঙ্গে সীমান্ত বিবাদ মেটাতে গিয়ে এমন কিছু তারা করবে না যা ভারতের বিপক্ষে

যেতে পারে।" "কারণ এটা ভুটান ভাল করেই জানে যে শিলিগুডি করিডোর সমর-কেশলগত দিক থেকে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভারতের কাছে!", মন্তব্য ড: ভরদ্বাজের।

(সৌ: विवित्रि (वाश्ना)

#### প্রথম নজর

### ইসরাইলের হামলায় ৭ হাজার শহিদের তালিকা প্রকাশ করল হামাস



আপনজন ডেস্ক: গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত সাত হাজার লোকের নামের তালিকা প্রকাশ করেছে ফিলিস্তিনের হামাস

মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন নিহতের সংখ্যা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করার পর গতকাল বৃহস্পতিবার এই তালিকা প্রকাশ করে হামাস। গত ৭ অক্টোবর হামাস ইসরায়েলে হামলা চালানোর কারণে ইসরায়েল গাজায় প্রতিশোধমূলক যে পাল্টা অভিযান শুরু করে তাতে এ পর্যন্ত ৭ হাজার ২৮ ফিলিস্তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। অন্যদিকে, ইসরায়েলে হামাসের হামলায় ১৫শ' লোক নিহত হয়েছে। হামাস নিয়ন্ত্রিত সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ছয় হাজার ৭৪৭ জনের

তালিকা প্রকাশ করেছে। তালিকায় নিহত প্রত্যকের লিঙ্গ, বয়স এবং পরিচিতি কার্ড নম্বর তুলে ধরা

মন্ত্রণালয় বলেছে, তারা এখনো পর্যন্ত ২৮১ জনের পরিচয় শনাক্ত করতে পারেনি।

মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের ঘোষিত সংখ্যা নিয়ে নির্লজ্জভাবে সন্দেহ প্রকাশ

এর আগে গত বুধবার হামাসের ঘোষিত নিহতের পরিসংখ্যান নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে জো বাইডেন বলেছেন, এতো লোক মারা

### ইসরায়েলের হামলায় ৩ হাজার ফিলিস্তিনি শিশু নিহত



আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলি বাহিনীর অব্যাহত হামলায় গাজা উপত্যকায় এখন পর্যন্ত তিন হাজার ফিলিস্তিনি শিশু নিহত হয়েছে। তরস্কের সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ড এক প্রতিবেদনে এ তথা

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ফিলিস্তিনি দৃত রিয়াদ মানসুর জানান, গত ২০ দিনে গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় ৭ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী-শিশু ও বয়স্ক। তিনি বলেন, হামলায় অন্তত ৩ হাজার ফিলিস্তিনি শিশু নিহত হয়েছে। একের পর এক মৃত্যু গাজাবাসীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। একটি মৃত্যুর শোক প্রকাশের ফুরসত নেই, আরও এক বা একাধিক মৃত্যু এসে হাজির হচ্ছে। তারপরও আপনাদের (পশ্চিমা বিশ্ব) অনেকেই এই যুদ্ধকে ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন করার

ও বর্বরতা। যারা মারা গেছেন, তাদের জন্য না হোক। যারা এখনও বেঁচে আছেন, তাদের জন্য হলেও যুদ্ধ বন্ধ করুন। রিয়াদ মানসুর জানান, ইসরায়েলি হামলায় গাজায় যে পরিমাণ স্থাপনা বিধ্বস্ত হয়েছে, তার নিচে এখনও অন্তত ১ হাজার ৬০০ ফিলিস্তিনি চাপা পড়ে আছেন। এত দিনে তারা হয়তো মারা গেছেন কিংবা বেঁচে থাকলেও খুবই গুরুতর আহত অবস্থা। কিন্তু তাদের উদ্ধার করার কোনো সুযোগ পাওয়া যাচ্ছে

গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে নজিরবিহীন রকেট হামলা চালায় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। এরপর থেকেই গাজায় পাল্টা বিমান হামলা শুরু করে ইসরায়েল। যদিও ইসরায়েল দাবি করছে তারা হামাসের অবকাঠামো লক্ষ্য করে হামলা চালাচ্ছে। তবে হামলায় বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন গাজার বেসামরিক নাগরিকরা।

# গাজায় ধ্বংসস্তৃপের নীচে পড়ে আছে এক হাজারের বেশি মরদেহ: ডব্লিউএইচও



আপনজন ডেস্ক: দখলদার ইসরায়েলের অব্যাহত বোমা হামলার ফলে ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ধসে পড়া ভবনগুলোর নিচে এক হাজারের বেশি মরদেহ পড়ে আছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও)। শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) জাতিসংঘের সহযোগী এ সংস্থাটি জানিয়েছে, যেসব মরদেহ ধ্বংসস্তৃপের নিচে পড়ে আছে সেগুলো মৃতের সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। গাজায় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিনিধি রিচার্ড পিপারকর্ন বলেন, 'আমরা হিসাব পেয়েছি যে,

এক হাজারেরও বেশি মানুষ ধ্বংস্তৃপের নিচে পড়ে আছেন। যাদের পরিচয় এখনো শনাক্ত করা হয়নি।' তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য দেননি তিনি। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, তিন সপ্তাহ ধরে চলা ইসরায়েলের নির্বিচার বিমান হামলায়– সমুদ্রতীরবর্তী ছোট এ উপত্যকায় এখন পর্যন্ত ৭ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনির মৃত্যু হয়েছে। ধ্বংসস্তৃপের নিচে আরও ১ হাজারের বেশি মরদেহ পড়ে থাকার অর্থ হলো– গাজায় মৃতের সংখ্যা ৮ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। বৃহস্পতিবার ফিলিস্তিনিদের এ

মতের সংখ্যা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। তিনি সংশয় প্রকাশের পর আজ শুক্রবার মৃতের সংখ্যার ২১২ পৃষ্ঠার একটি তালিকা প্রকাশ করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়। এতে তারা নিহত সবার নাম-পরিচয়ের বিস্তারিত প্রকাশ করেছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এমন তালিকা প্রকাশ করার পর যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, হামাস ও ইসরায়েলের চলমান যুদ্ধে যে অনেক বেসামরিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে সে বিষয়টি

স্বীকার করে তারা।

# ইসরায়েল যা করছে, পুরোটাই সন্ত্রাসবাদ: মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী



আপনজন ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডেমোক্রেটিক পার্টির সেঙ্ক উইঘুর বলেছেন যে, ইসরায়েল গাজা উপত্যকায় নিরপরাধ লোকদের ওপর যে হামলা চালাচ্ছে, তার পুরোটাই সন্ত্রাসবাদ। অবিলম্বে এই সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করতে হবে। ব্রিটিশ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব পিয়ার্স মরগানের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে, ফিলিস্তিনের সঙ্কট নিরসনে পশ্চিমাদের দ্বৈতনীতির নিন্দা করে উইঘুর বলেন, "গাজা উপত্যকায় ইসরায়েল সরকারের হত্যাযজ্ঞকে কেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড বলা হচ্ছে না; অথচ তারা হামাসের চেয়ে তিন গুণ বেশি মানুষ হত্যা করেছে! ইসরায়েলের সমালোচকদের

বিরুদ্ধে ইহুদি-বিরোধী অভিযোগের

তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি আরও বলেন, ফিলিস্তিনিদের জীবনের কি কোনো মূল্য নেই? আমি মুসলিম এবং ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে ধর্মান্ধতা ও বিদ্বেষ দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পডেছি। উইঘুর জোর দিয়ে বলেন যে, তিনি মহিলা। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করলে অবিলম্বে ইসরায়েলের প্রতি

করবেন। সেঙ্ক উইঘুর হলেন আমেরিকান মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং রাজনীতিক। তুর্কি বংশোদ্ভূত এই সাংবাদিক ১৯৭০ সালে ইস্তাম্বলে জন্মগ্রহণ করেন। ৮ বছর বয়সে তার পরিবারের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে আসেন।

আমেরিকার সমর্থন প্রত্যাহার

উল্লেখ্য যে, ইসরায়েল ও হামাসের মধ্যকার লড়াইয়ের ১৯ তম দিন

অতিবাহিত হতে চলেছে। এ পর্যন্ত ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর তীব্র বিমান হামলার শিকার হয়ে ৬,৫৪৬ জন শহীদ হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১৭,৫০০ জন। যাদের অধিকাংশই শিশু এবং

৭ অক্টোবর ভোরবেলা, হামাস এবং ফিলিস্তিনের অন্যান্য স্বাধীনতাকামী সংগঠনগুলো তাঁদের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব, সহায় সম্পত্তি রক্ষা – বিশেষ করে পবিত্ৰতম তীৰ্থ স্থান আল আকসা মসজিদের বিরুদ্ধে ইসরায়েলি বাহিনী এবং অবৈধ বসতি স্থাপনকারীদের ক্রমাগত সীমালঙ্ঘনের প্রতিরোধে "তুফান আল আকসা" শুরু করে।

# এবার ইরানের সেনা ঘাঁটি লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালাল যুক্তরাষ্ট্র



আপনজন ডেস্ক: সিরিয়ায় ইরানের ইসলামিক বিপ্লবী গার্ড ও তাদের সমর্থিত গোষ্ঠীগুলোর ব্যবহৃত দুইটি ঘাঁটিতে বিমান হামলা চালিয়েছে যক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রতিরক্ষাদপ্তর পেন্টাগন এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এর আগে ইরাক ও সিরিয়ায় মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীর হামলার জবাব দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিল জো বাইডেনের প্রশাসন। এরপরই পাল্টা হামলার খবর এল। বহস্পতিবার (২৬ অক্টোবর) মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন এক বিবৃতিতে বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র সংঘাত চায় না এবং আরও শত্রুতায় জড়িত হওয়ার কোনো প্রবণতা বা ইচ্ছাও নেই। তবে মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে ইরান-সমর্থিত হামলা অগ্রহণযোগ্য ও অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, ইরান নিজেদের উপস্থিতি লুকিয়ে রাখতে চায় ও

আমাদের বাহিনীর বিরুদ্ধে এসব

হামলায় তাদের ভূমিকা অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু আমরা সেটা হতে দেব না। মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে ইরানের প্রক্সিদের হামলা অব্যাহত থাকলে আমাদের জনগণকে রক্ষা করার জন্য আরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবো না। এর আগে হোয়াইট হাউজের

ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মুখপাত্র হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন. ওয়াশিংটন সঠিক সময়ে যথায়থ পদ্ধতিতে হামলার জবাব দেবে। এদিকে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনে গাজা উপত্যকা এখন ধ্বংসস্তৃপে পরিণত হয়েছে। এ অবস্থায় ইসরায়েলকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র। ফলে বিশ্বজুড়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে ছডিয়ে পডেছে ক্ষোভ। এ জন্য পূর্ব সতর্কতা হিসেবে নিজ নাগরিকদের জন্য বিশ্বব্যাপী ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট।

### ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

### মালয়েশিয়ার নতুন রাজা হচ্ছেন সুলতান ইব্রাহিম



আপনজন ডেস্ক: মালয়েশিয়ার পরবর্তী রাজা হচ্ছেন দক্ষিণাঞ্চলীয় রাজ্য জোহরের সুলতান ইব্রাহিম সুলতান ইসকান্দর। প্রভাবশালী ও স্পষ্টভাষী সূলতান ইব্রাহিমকে দেশটির রাজপরিবারগুলো তাকে পরবর্তী রাজা নির্বাচন করেছে। সুলতান ইব্রাহিম বর্তমান বাদশাহ আল-সুলতান আবদুল্লাহর কাছ থেকে ৩১শে জানুয়ারী, ২০২৪-এ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে শাসকদের সিলের রক্ষক শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছেন। খবর রয়টার্সের। মালয়েশিয়ায় রাজা মূলত একটি আনুষ্ঠানিক ভূমিকা পালন করে থাকেন। কিন্তু দেশটিতে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দীর্ঘস্থায়ী রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে রাজতন্ত্র আরও প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। ফলে ক্ষমতাসীন রাজা তার বিবেচনামূলক ক্ষমতা ব্যবহার করতে আরও বেশি করে প্ররোচিত হচ্ছেন। মালয়েশিয়ার একটি অনন্য ব্যবস্থা রয়েছে। দেশটিতে রাজপরিবার মোট নয়টি এই রাজপরিবারের প্রধানরা পাঁচ বছরের জন্য দেশের রাজা হতে পারেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটিতে সংসদীয় গণতন্ত্ৰ ব্যবস্থা বিদ্যমান যেখানে রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন রাজা।

## গাজায় ইসরায়েলের নারকীয় তাগুবে প্রায় অর্থশত জিম্মির মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের গাজায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর অব্যাহত বিমান হামলায় জিম্মি থাকা প্রায় ৫০ ইসরায়েলি নাগরিক নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে হামাসের সশস্ত্র শাখা আল-কাসাম ব্রিগেড। বৃহস্পতিবার (২৬ অক্টোবর) মেসেজিং অ্যাপ টেলিগ্রাম চ্যানেলে দেওয়া এক বিবৃতিতে কাসাম ব্রিগেডের মুখপাত্র আবু ওবাইদা এই দাবি করেন। তিনি এ ব্যাপারে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য দেননি। গাজায় রাতভর ইসরায়েলের ট্যাংক অভিযান চালানোর ঘোষণা দেওয়ার কয়েকণ্টা পরই হামাস তাদের ওই বিবৃতি প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, 'আল-কাসাম ব্রিগেডের হিসাবমতে, ইহুদিদের বিমান হামলা ও হত্যাযজ্ঞের ফলে গাজায় নিহত ইহুদি বন্দির সংখ্যা আনুমানিক প্রায় ৫০ ছুঁয়েছে।' ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের যোদ্ধারা গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে ঢুকে নজিরবিহীন হামলা চালিয়ে ১ হাজার ৪০০

জনকে হত্যার পাশাপাশি ২২৪



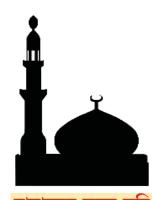
জন ইসরায়েলিকে ধরে গাজায় নিয়ে গিয়ে জিম্মি করে। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী জিম্মির সংখ্যার এই হিসাব দিয়েছে। গাজা থেকে এই জিন্মিদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় আছে ইসরায়েল। গাজায় বিমান হামলার পাশাপাশি ইসরায়েল স্থল অভিযানের পরিকল্পনা করছে মূলত জিম্মিদের উদ্ধার করা এবং হামাসকে নির্মূল করার জন্য।

সম্প্রতি কাতারের মধ্যস্থতায় দুই মার্কিনি ও দুই ইসরায়েলি নারীকে মুক্তিও দিয়েছে হামাস যোদ্ধারা। তবে জিশ্মিদের এই মুক্তিতেও গাজায় হামলা থামায়নি ইসরায়েল। ইসরায়েলের অবিরাম হামলায় এখন পর্যন্ত গাজায় ৭ হাজারের বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। সাঁজোয়া ট্যাংক ও বুলডোজারের বহর নিয়ে সীমানা পেরিয়ে গাজার বিভিন্ন স্থানকে নিশানা করে গত রাতজুড়ে হামলাও চালিয়েছে ইসরায়েল ডিফেন্স ফোর্স (আইডিএফ)। গাজায় যে স্থল অভিযান চালানোর

ছক কষছে ইসরায়েলি বাহিনী সেটি এখনও তারা শুরু করেনি। তবে রাতভর চালানো এই ট্যাংক হামলা পরবর্তী ধাপের যুদ্ধ শুরুরই প্রস্তুতি বলে জানিয়েছে তারা।

#### সেহেরী ও ইফতারের সময় সেহেরী শেষ: ভোর ৪.১৭ মি. ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০৭ মি.

চেষ্টা করছেন। এগুলো স্পষ্ট অপরা



#### নামাজের সময় সূচি শেষ ওয়াক্ত শুরু ফজর 8.59 ৫.৩৯ যোহর 22.56 আসর 9.20 মাগরিব 6.09 এশা ৬.১৭

তাহাজ্জুদ ১০.৪২

### ইসরায়েলী পণ্য বর্জনের ডাক দক্ষিণ আফ্রিকায়



আপনজন ডেস্ক: নির্বিচারে হামলা করে ফিলিস্তিনের নারী-শিশু ও সাধারণ নাগরিকদের হত্যার প্রতিবাদে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রতিদিন বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ করছেন সরকারি দলসহ রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মানুষ। এবার প্রতিবাদের অংশ হিসেবে ইসরায়েল থেকে আমদানিকরা পণ্য অথবা দক্ষিণ আফ্রিকায় ইসরায়েলি মালিকানাধীন কোম্পানির উৎপাদিত পণ্য বা দেশটির বিনিয়োগকৃত অংশীদার

আছে এমন প্রতিষ্ঠানের পণ্যে আর

হালাল স্টিকার প্রদান না করার

ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে।

জুডিশিয়াল কাউন্সিল- হালাল ট্রাষ্ট্রের (এমজিসিএইচটি) পরিচালক শেখ আহমেদ সিদ্দিক

বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। এদিকে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে দেশটির রাজনৈতিক দল ইকোনমিক ফ্রিডম ফাইটারস (ইএফএফ) নেতা জুলিয়াস মালেমা। ইসরায়েল থেকে আসা সব পণ্য বয়কটের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। গত মঙ্গলবার জুলিয়াস মালেমা কয়েকহাজার নেতাকর্মী ও সর্মথক নিয়ে প্রিটোরিয়াস্থ কূটনৈতিক এলাকায় ফিলিস্তিনের হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ করেছেন। এসময় তিনি ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীকে বিশ্বের এক নম্বর সম্রাসী হিসেবে আখ্যা দেন।

#### যুদ্ধবিরতির বিনিময়ে জিম্মিদের মুক্তি দেবে হামাস



আপনজন ডেস্ক: যুদ্ধবিরতিতে রাজি না হওয়া পর্যন্ত ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তি দেবে না বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস। সংগঠনটির একজন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এ কথা জানিয়েছে রুশ সংবাদ মাধ্যম কমার্স্যান্ত। সংবাদপত্রটি শুক্রবার আবু হামিদ নামে হামাসের একজন কর্মকর্তাকে উদ্ধৃত করে বলেছে, ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের নেতৃত্বাধীন হামলার সময় বিভিন্ন ফিলিস্তিনি দল যাদেরকে গাজায় নিয়ে গিয়েছিল তাদের সবাইকে খুঁজে বের করার জন্য সময় প্রয়োজন ছিল।

## মেক্সিকোতে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতে ২৭ জনের মৃত্যু



আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আমেরিকার দেশ মেক্সিকোর আকাপুলকোতে আঘাত হানা শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ওটিসে'র তাগুবে অন্তত ২৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া ধ্বংস হয়েছে অনেক বাড়ি-ঘর ও গাছপালা। শুক্রবার (২৭ অক্টোবর) এক প্রতিবেদনে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা জানিয়েছে, মেক্সিকোতে এযাবতকালে আঘাত হানা শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়গুলোর মধ্যে ওটিস অন্যতম। আঘাত হানার সময় এটির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৬০ কিলোমিটার। এতে সেখানের বাড়িঘর ও হোটেলের

# লাখ লোকের শহর

আকাপুলকোর রাস্তাঘাট পানিতে তলিয়ে গেছে। হাসাপাতালগুলো থেকে নিরাপদ যায়গায় সরিয়ে নেয়া হয়েছে রোগীদের। বৃহস্পতিবার মেক্সিকো সিটিতে এক সংবাদ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট আন্দ্রেস ম্যানুয়েল লোপেজ ওব্রাডোর বলেন, আকাপুলকো যা হয়েছে তা সত্যিই বিপর্যয়কর। দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় জানিয়েছে, মেক্সিকোর সেনাবাহিনী, বিমান বাহিনী ও জাতীয় রক্ষীদের প্রায় আট হাজার

#### ওই অঞ্চলের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন রয়েছে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা। নয়

৪০০ সদস্য ধ্বংসযজ্ঞ পরিষ্কারের চেষ্টা করছে। দ্বিতীয় দিনের জন্য

সেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য ক্লাস

বাতিল করা হয়েছে।

### বিশেষ বোমা ব্যবহার করে হামাসের সুড়ঙ্গ বন্ধের পরিকল্পনা ইসরায়েলের



আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় স্থল হামলা চালাতে প্রস্তুতি নিয়েছে দখলদার ইসরায়েল। এই স্থল হামলার জন্য তিন সপ্তাহ আগে গাজা সীমান্তের কাছে তিন লাখেরও বেশি সেনা জড়ো করেছে তারা। তবে ইসরায়েলি সেনারা এখনো গাজায় প্রবেশ করেনি। এটির অন্যতম কারণ হলো সেখানে বিস্তৃত অঞ্চলজুড়ে হামাসের গোপন সুড়ঙ্গ রয়েছে। ইসরায়েলিদের ভয়– এসব সুড়ঙ্গ থেকে হামাসের যোদ্ধারা তাদের উপর অতর্কিত

হামলা চালাতে পারে।আর এই সুড়ঙ্গের হুমকি মোকাবিলায় ইসরায়েল গোপন 'স্পঞ্জ বোমা' তৈরি করেছে বলে এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ। গ্রেনেড সদৃশ এ বোমার মধ্যে অবশ্য কোনো বিস্ফোরক নেই। তবে এগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে– যেগুলো হামাসের সুড়ঙ্গগুলো বন্ধ করে দেবে এবং এতে করে সেখান থেকে তাদের যোদ্ধারা বের হতে পারবে না। এই বিশেষ বোমাটি দুটি তরল পদার্থ দিয়ে তৈরি। এ তরল পদার্থগুলো একটি প্লাস্টিকের মধ্যে থাকে। আর যে দুটি তরল পদার্থ রয়েছে সেগুলো আলাদা করা হয়েছে একটি লোহার প্রতিবন্ধক দিয়ে। যখন এই বোমাটি অ্যাক্টিভেট করা হয় তখন তরল পদার্থগুলো একে-অপরের সঙ্গে

#### প্রথম নজর

রেশনের চাল পোকাধরা, অভিযোগ ঘিরে বিক্ষোভ



নিজস্ব প্রতিবেদক 🌑 মালদা আপনজন: পোকাধরা নিম্নমানের চাল রেশনে দেওয়ার অভিযোগ রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে।ঘটনায় রেশন ডিলারকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ রেশন গ্রাহকদের। ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় মালদার মানিকচক ব্লকের মধুপুর এলাকায়। জানা গেছে, শুক্রবার সকাল নাগাদ মধুপুর এলাকায় দুয়ারের সরকার প্রকল্পের রেশন সামগ্রী দিতে শুরু করেন রেশন ডিলার। অভিযোগ, রেশনের চাল অত্যন্ত নিম্নমানের এবং চালের মধ্যে রয়েছে পোকা। আর এতেই ক্ষোভে ফেটে পডেন রেশন গ্রাহকেরা। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ।কম পরিমাণে রেশন সামগ্রী এবং সময় মত রেশন পান না গ্রাহকেরা এমনি অভিযোগ করেন রেশন গ্রাহকেরা। বিক্ষোভকারীদের দাবি সঠিক পরিমাণে সঠিক সময়ে রেশন দিক রেশন ডিলার। যদিও এই বিষয়ে রেশন ডিলার চিন্ময় আচার্য্য নিম্নমানের রেশন চাল পরিবর্তন করে ভালো চাল দেওয়ার আশ্বাস দেন।ফলে বিক্ষোভ তুললেন

# ভিত খুঁড়তেই বেরল মাথার খুলি, হাড়গোড়

সরকারি ভবনের জন্য

আরবাজ মোল্লা 🔵 নদিয়া আপনজন: নদিয়ায় সরকারি বিদ্যুৎ দপ্তরের নতুন ভবন নির্মাণের ভিত খুড়তেই চক্ষু চড়ক গাছ! একের পর এক বেরিয়ে আসছে মানুষের মাথার খুলি হাড়গোড়। লোকালয়ে সরকারি জায়গায় নতুন নির্মাণ কার্য চলাকালীন মৃতদেহর মাথার খুলি এবং দেহের হাড় উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য নদিয়ার শান্তিপুরে। এলাকায় আতঙ্ক।চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি নদীয়ার শান্তিপুর শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তোপখানাপারা চারমাথা মোডে। জানা গেছে সেখানে বহু পূর্বে ব্যক্তি মালিকাধীন থাকলেও বেশ কিছু বছর আগে রাজ্য সরকারের পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থা একটি জায়গা কেনে সাব স্টেশন করার জন্য। তারই খনন কাজ শুরু হয়েছে কয়েক মাস আগে। এদিন মাটি খোঁড়াখুড়ির ফলে উদ্ধার হয় মানুষের মাথার খুলির কয়েকটি অংশ।তা নিয়ে যথেষ্ট চাঞ্চল্য

ছাড়াই এলাকায়, রাজমিস্ত্রিরা কাজ

ছুটি করে যাওয়ার আগে হঠাৎ লক্ষ্য করেন মৃতদেহর হাত এবং পায়ের বেশ কিছু বড় হাড়। তড়িঘড়ি তারা ওই অংশে টিন চাপা দিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন। এই নিয়ে এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে ওই এলাকার জনপ্রতিনিধি মইনুদ্দিন খান জানাচ্ছেন,পার্শ্ববর্তী রাজপুত পাড়া এবং ওই এলাকা তোপখানা পাড়া বরাবরই মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা।বহু প্রাচীনকালে সম্রাট ঔরঙ্গজেব খান সেনাদের বসতি স্থাপন করেছিলেন ওখানে।সেই হিসেবে বাডিতে বাডিতে কবরের ব্যবস্থা ছিলো।তাই হয়তো খননের ফলে উঠে আসছে।তবে এই নিয়ে চাঞ্চল্যের কিছু নেই,আমি ইলেকট্রিক সাপ্লাই এবং শান্তিপুর থানার সাথে কথা বলবো। যদিও এ প্রসঙ্গে ওই স্থানে কর্মরত শ্রমিকরা বলছেন প্রথমের দিকে একটু আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম আমরা, কিন্তু এখন সবটাই স্বাভাবিক, নিশ্চিন্তে কাজ করছি।

# সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের 'বিষাদ সন্মিলনী'তে বাম প্রতিনিধি দল

ওই প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিপিএমের রাজ্য কমিটির সদস্য পলাশ দাস, ইন্দ্রজিৎ ঘোষ, ডিওয়াইএফআইয়ের রাজ্য সদস্য কলতান দাশগুপ্ত, এসএফআইয়ের রাজ্য সম্পাদক সূজন ভট্টাচার্য। একদিকে রেড রোডে যখন রাজ্য সরকারের পুজো কার্নিভাল অনুষ্ঠান চলছে, তখন অপর দিকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে শহীদ মিনারের পাদদেশে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ২৭৪ তম অবস্থান দিনে আন্দোলনে সংহতি জানাতে উপস্থিত হন সিপিআইএম এর নেতৃত্ববৃন্দ। উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা বেশ কয়েক মাস ধরে বকেয়া মহার্ঘ্যভাতা সহ অস্থায়ীদের স্থায়ীকরণ, সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারী দপ্তরে শূন্যপদে স্বচ্ছভাবে স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের অভিযোগ রাজ্য সরকার তাদের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করছে না। এ প্রসঙ্গে এসএফআই-এর রাজ্য কমিটির সম্পাদক সূজন ভট্টাচার্য্য বলেন, এই সরকার দুর্বতের সরকার, এই সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের টাকাও চুরি

করে এমন নজির ভারতবর্ষেও

অভিজিৎ হাজরা 🔵 আমতা

এলাকায় একটি বাঘের মতো প্রানী

আহত হয়ে পড়ে আছে রাস্তার

পলিটেকনিকের প্রথম বর্ষের ছাত্র

বাড়িতে পুজোয় ঘুরতে এসেছিল।

বাঘরোলটিকে বাঁচানোর জন্য সে

গ্রামের লোককে বোঝায় একে

সৈকতএলাকার লোকদের

কোনোভাবে আঘাত না করতে।

থেকেপরিবেশ কর্মী ও বন্যপ্রাণী

উদ্ধারকারী চিত্রক প্রামাণিকের

ফোন নম্বর জোগাড় করে চিত্রককে

সকাল সকাল হাতির দলকে হাতের

নাগালে পেয়ে মোবাইলের ক্যামেরা

বন্দি করল স্থানীয় বাসিন্দা ও পথ

চলতি মানুষ।শুক্রবার সকাল ৬ টা

নাগাদ রেতির জঙ্গল থেকে

মোরাঘাট জঙ্গলে ফেরার পথে

শাবক সহ ১৭ টি হাতির দল

বানারহাট কার্তিক ওরাও হিন্দি

কলেজের সামনে এসে কিছুক্ষন

দাঁড়িয়ে পড়ে। যদিও তারা মিনিট

গামী রেললাইন, জাতীয় সড়ক ও

দশেক দাড়িয়ে থেকে শিলিগুড়ি

রাজ্য সডক পার হয়ে ফের

জঙ্গলের দিকে রওনা দেয়।

এদিন এই দৃশ্য দেখে জাতীয়

সড়কে কিছুটা ভিড় জমে যায়।

প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে যেমন হাতির

সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা

সৈকত ঘোড়ুই সাবসীটে মামার

পাঁশকুড়ায় বাড়ি ঘাটাল

আপনজন: শুক্রবার শহীদ মিনারে আন্দোলন রত সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের

"বিষাদ সন্মিলনী" তে যোগ দিল সিপিআইএম, ডিওয়াইএফআই, এসএফআই এর প্রতিনিধি দল।



নেই, অবিলম্বে একজোট হয়ে সমস্ত সরকারী কর্মচারী সহ অস্থায়ী কর্মচারীরা এই সরকারকে উৎখাত করুন, তবেই বঞ্চনার অবসান মিটবে। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষ বলেন, এই রাজ্য সরকার পরিকল্পিত ভাবে সস্তার শ্রমিক তৈরী করে রাজ্যের মানুষকে আরো নিজেদের ন্যায্য অধিকার থেকে পিছিয়ে দিচ্ছে, সরকারী কর্মচারীদের তো বঞ্চনা আছে তার সাথে নতুন প্রজন্মকে চুক্তিভিত্তিক চাকুরিতে নিয়োগ করে তাদের দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত করে রেখেছে রাজ্য সরকার। এবার আমরা তা শক্তহাতে প্রতিহত করতে লাগাতার আন্দোলনে নেমেছি, আশা রাখছি সরকার অবিলম্বে সকলের ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেবেন"। অন্যদিকে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চে অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ ও বেতন পরিকাঠামোর দাবিতে সংগ্রামী

সঠিক সংরক্ষণের অভাবে হারিয়ে

যাচ্ছে রাজ্য প্রাণী বাঘরোল

যৌথ মঞ্চে যজ্ঞ করা হয়। সেখানে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতি ও অপকর্ম আহুতি দেওয়া হয় এবং শহীদ মিনার চত্বরে বিভিন্ন প্রতীকী দোকান দেওয়া হয়, চা শিল্প, চপ শিল্প, ঘুগনি শিল্প, ঝালমুড়ি শিল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন চাকরিপ্রার্থীরা ঘুগনি বিক্রি, চপ ভেজে, চা বিক্রি করে প্রতিবাদ করেন। চাকরীপ্রার্থীদের মধ্যে গ্রুপ সি, রাজ্য গ্রুপ ডি ও মাদ্রাসা চাকরিপ্রার্থীরা একই মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। এদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে রুদ্রনীল ঘোষও উপস্থিত ছিলেন। এক শিক্ষক নির্মল কুমার মন্ডল অভিযোগ করেন, ১০ বছর ধরে ন্যাশনাল স্কিলস কোয়ালিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক বিভাগের শিক্ষক, শিক্ষিকারা ন্যুন অধিকার থেকে বঞ্চিত, স্থায়ীকরণ নেই, মাসের বেতন মাসে নেই, রাজ্য সরকার আমাদের সাথে বিমাতৃসুলভ

আচরণ করছে।

### লক্ষীর মূর্তিতে রং তুলি হাতে মগ্ন চড়িদার মৃৎশিল্পীরা



জয়প্রকাশ কুইরি 

পুরুলিয়া আপনজন: পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড়ের নীচে অবস্থিত মুখোশ গ্রাম চড়িদা। গ্রামের অন্যতম মৃৎশিল্পী পবিত্র সূত্রধর , দুঃখহরণ পাল ও তাপস পাল দের কথায় চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী শারদীয়া উৎসবের পরই কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো হয়। তাই লক্ষ্মী প্রতিমা তৈরী তে দিন রাত এক করে দিয়েছি লক্ষ্মী লাভের আশায়। যদিও এবার প্রতিমা বিক্রির বাজার খুব একটা নেই বললেই চলে। কারণ শুক্রবার বিকাল পর্যন্ত একটি প্রতিমা বিক্রি না হওয়ায় হতাশার সুর শিল্পীদের গলায় তবুও প্রহর গুনছেন মৃৎশিল্পীরা প্রতিমা বিক্রির আশায়। জানা যায় চড়িদা গ্রামে প্রায় ৭০ থেকে ৮০ টি পরিবার মৃৎশিল্পীর কাজে যুক্ত রয়েছেন। এই গ্রাম রাজ্য তথা জেলার নাম উজ্জ্বল করেছে দীর্ঘ দিন ধরেই। এই গ্রাম ছৌ মুখোশ এর জন্য বিখ্যাত ও এই গ্রামের ছৌ শিল্পী গম্ভীর সিং মুড়া পদ্মশ্রী সম্মানে সম্মানিত হয়েছে।

### ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

হাসনাবাদের বাইক শোরুমে ভয়াবহ চুরি



শামিম মোল্যা • বসিরহাট আপনজন: পুজোর সময় ভয়াবহ চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত এলাকাবাসী। ঘটনাটি উঃ ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাটের বরুনহাটের ঘটনা। বুধবার রাতে বরুনহাটের শোভা বাইক শোরুমের পিছনের জানলা কেটে দুঃসাহসিক চুরি করে দুস্কৃতীরা। বাইক শোরুমের মালিক বাবুল দালাল জানান, তিনি প্রতিদিনের মতোই সকালে মর্নিং ওয়ার্কে বের হন। হঠাৎ তিনি দেখতে পান শোরুমের পিছনের জানলা ভাঙ্গা। ভিতরে ঢুকতেই চক্ষু চরম গাছ। এ লক্ষ্য করেন দোকানে থাকা প্রায় সাত লক্ষ টাকা ও কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উধাও। সিসি ক্যামেরা চেক করতে গেলে তুমি দেখতে পান ক্যামেরার হার্ডডিস্ক নেই। এরপর খবর দেওয়া হয় স্থানীয় হাসনাবাদ থানায়। দ্রুত হাসনাবাদ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে আসেন এবং খতিয়ে দেখেন। বাবুল দালাল হাসনাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনায় কে বা কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখছেন হাসনাবাদ থানার পুলিশ আধিকারিকরা। যদিও এই ঘটনায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে হাসনাবাদ এলাকায়।

### বাসুবাটি দরবার শরীফে ফাতেহা ইয়াজদাহাম



নিজস্ব প্রতিবেদক 🔎 হুগলি আপনজন: বাসুবাটি মেজ হুজুর দরবার শরীফে ফাতেহা ইয়াজদাহাম অনুষ্ঠিত হলো। বক্তব্য এবং জিকিরে ইলাহী মধ্য দিয়ে পালন করা হলো। উপস্থিত াছলেন পার মাওলানা সেয়দ মিসবাহুল ইসলাম ও পীরজাদা সৈয়দ তাফহীমুল ইসলাম ও পীরজাদা সৈয়দ ইমদাদুল ইসলাম ও সৈয়দ নুরুল্লা ও আখেরি মোনাজাত করেন পীর সৈয়দ তাজুল ইসলাম দুনিয়ার শান্তি ও ফিলিস্তিনের মজলম দের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করে সমাপ্ত

# কবিগুরুর অবমাননার

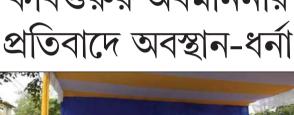


সংবর্ধিত কবি

সুচিত চক্রবর্তী

বিক্ষোভকারীরা।

**আপনজন ডেস্ক:** সম্প্রতি চাকদহ রামলাল একাডেমীর কক্ষে নদিয়া জেলা লিটল ম্যাগাজিন ফোরামের একাদশ বার্ষিক সাহিত্য- সংস্কৃতি সম্মেলনের আয়োজন হল। বহু কবি, সাহিত্যিকরা উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক এবং সম্পাদককে বিভিন্ন সম্মানে সম্মানিত করা হয়। কবি ও সাহিত্যিক সুচিত চক্রবর্তীকে কবি সম্মাননা ২০২৩ প্রদান করা হয়। বিশিষ্ট কবি ও সম্পাদক শফিকুল ইসলাম ও গোবিন্দ ভাওয়ালকে সম্পাদক সম্মাননা ২০২৩ প্রদান করা হয়। সম্পাদক বিশ্বজিৎ দেবনাথ তার অক্লান্ত পরিশ্রম করে ফোরামে মুখপত্র সাঁঝের তারা পত্রিকা প্রকাশ করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান উপদেষ্টা সঞ্জিত দাস ও সভাপতি অধ্যাপিকা মন্দিরা রায়।





আমীরুল ইসলাম 🔵 বোলপুর আপনজন: শান্তিনিকেতন কবিগুরু হস্তশিল্প মার্কেটের সামনে আজ শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয় ধন্যা মঞ্চ। এই ঝরনা মঞ্চে শামিল তৃণমূলের কর্মীবৃন্দ। বোলপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা মহাশয় এর নেতৃত্বে এই ধরনা মঞ্চ শুরু হয়। ধনা মঞ্চের মূল কারণ বেশ কিছুদিন আগে শান্তিনিকেতন কে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষিত হয়। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ ঘোষিত হওয়ায় শান্তিনিকেতন তথা সারা বিশ্ব বিশ্ববাসী আনন্দে উৎফুল্ল। কিন্তু ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বিশ্বভারতীতে যে ফলক

লাগানো হয়েছে তাতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকরের নাম নেই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্যবাহিত শান্তিনিকেতন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নাম বাদ গিয়েছে। তাহলে ফলকে নাম আছে কার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী। অবিলম্বে এই ফলক বাতিল করার দাবিতে অবস্থান-বিক্ষোভ। এতে সামিল হয়েছিলেন রবীন্দ্র অনুরাগী, তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী ও অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। তারা এদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে বিক্ষোভে সামিল হয়।

#### আপনজন: সঠিক সংরক্ষণের অভাবে রোজ এভাবেই হারিয়ে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপ্রানী বাঘরোল বা মেছোবিড়াল। ভোর রাতে বাগনান মানকুর রাজ্য সড়কে সাবসীট গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের কাছে একটি পূর্ণবয়স্ক বাঘরোল রাস্তা পারাপারের সময় একটি দ্রুতগামী বাইক তাকে ধাকা মারে। গুরুতর আহত হয়ে কোমর ভেঙে বাঘরোলটি রাস্তার পাশে জলাভূমিতে পড়ে যায়। গ্রামের বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে বাঘরোলের পুরো বিষয়টি জানায়।খবর পেয়েই লোক আগে এরকম প্রানী দেখেনি তাই দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ে

প্রবল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে চিত্রক, ইমন ধাড়া ও রঘুনাথ মানা ঘটনাস্থলে যায়। গিয়ে দেখে ততক্ষণে পূর্নবয়স্ক পুরুষ বাঘরোল টি কোমর টেনে টেনে মাঠের মাঝখানে চলে গ্রেছে। বন বিভাগের কর্মীরাও আসেন। বৃষ্টির মধ্যে হাঁটু জল ও জঙ্গল দিয়ে গিয়ে ঝুঁকি নিয়ে বহু কষ্টে বাঘরোল টিকে উদ্ধার করে। বাইকের ধাক্বায় বাঘরোল টির কোমর ভেঙে গেছে। গড়চুমুক প্রানী চিকিৎসা কেন্দ্রে বাঘরোল টিকে নিয়ে যাওয়া হয়। চিত্রক বলেন, হাওড়া জেলার বাগনান আমতা , শ্যামপুরের

রাস্তায় ঠাঁয় দাঁড়িয়ে হাতির দল,

অবরুদ্ধ করল জাতীয় সড়ক

বসবাস। এরা বাঘ নয়। নিরীহ জঙলি বিডাল। মাছের সাথে এরা ইঁদুর সাপ খেয়ে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখে। কিন্তু বাসস্থান সংকটের জন্য এরা আজ

এছাডা প্রায়ই রাস্তা পারাপারের সময় গাড়ির ধাক্কায় এরা মারা পড়ছে। রাজ্যপ্রানী বাঘরোল কে এখনই গুরুত্ব সহকারে সংরক্ষণ করা জরুরি। এদের চলাচলের করিডরে চাই স্পীড ব্রেকার ও সচেতনতামূলক হোডিং। এদের বাঁচিয়ে রাখতে চাই ফিশিং ক্যাট স্যাংচুয়ারি।

## দোষীদের গ্রেফতার চেয়ে বিক্ষোভ



আপনজন: অবস্থান বিক্ষোভ দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে ,এদিন রাতে বীরভূমের রামপুরহাট কালিসাড়া আমতলা মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটির সদস্যরা তাদের প্রতিমা নিরঞ্জন শোভাযাত্রা বের করেছিলেন। সেই সময় কিছু দুষ্কৃতী তাদের কমিটির সদস্যদের ওপর চডাও হয় রাতে বেলায়। তারি প্রতিবাদে তাদের পুজো কমিটির সকল সদস্যরা পাঁচমাথা মোড়ে বসে অবস্থান বিক্ষোভ করেন দোষীদের শাস্তির দাবিতে। দীর্ঘক্ষণ অবস্থান বিক্ষোভ চলার পর ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন এসডিপিও তাদের সমস্যার কথাও শুনেন এবং দোষীদের গ্রেপ্তার করার আশ্বাস দেয়ার পর। বিক্ষোভকারীরা অবস্থান বিক্ষোভটি তুলে নেয়। প্রায় দেড় ঘন্টার ওপর অবস্থান বিক্ষোভ চলে বলে জানা



আপনজন: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ বিভাগের উদ্যোগে এবং দক্ষিন দিনাজপুর জেলা পরিষদের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় হাঁসের বাচ্চা বিতরণী কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো শুক্রবার। মূলত গ্রামাঞ্চলের সাধারন মানুষদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে এদিনের হাঁসের বাচ্চা বিতরণী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। কুমারগঞ্জ ব্লক প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের তরফে এদিনের হাঁসের বাচ্চা বিতরণী কর্মসূচিতে বিশিষ্ট জনেদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিএলডিও তৌফিক আহমেদ, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পরিষদের

অমরজিৎ সিংহ রায় 🗕 বালুরঘাট

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ রেজিনা বিবি. দক্ষিন দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য রিয়াজুল মন্ডল সহ আরো আনেকে। এদিন গরীব ৭০ জন কৃষকদের মধ্যে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ করেন তাঁরা।

এবিষয়ে দক্ষিন দিনাজপুর জেলা পরিষদের সদস্য রিয়াজুল মন্ডল জানান, 'শুক্রবার কুমারগঞ্জ ব্লকের অন্তৰ্গত বোটুন, মোহনা ও জাকিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মোট ৭০০ টি হাঁসের বাচ্চা দরীদ্র সাধারন মানুষের মধ্যে বিতরন করা হয়। এই হাঁসের বাচ্চা গুলি যদি ঠিক ঠাক করে প্রালন করা হয়, তাহলে ভবিষ্যতে কৃষকেরা হাঁসের ডিম বাজারে বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন।'

# পার্কিং নিয়ে বচসা, গাড়ির চালক সহ এক সঙ্গীকে মারধরের অভিযোগ

নাজিম আক্তার 🛡 হরিশ্চন্দ্রপুর আপনজন: পার্কিংয়ের জন্য টাকা চাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা।গাড়ির চালক এবং তার এক সঙ্গীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে পার্কিং এর দায়িত্বে থাকা দুই ব্যক্তির বিরুদ্ধে।ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর রেলওয়ে স্টেশনের বাইরে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত উত্তর তালশুরের বাসিন্দা পেশায় বোলেরো গাড়ির চালক আলমগীর হোসেন এদিন রাতে ক্যান্সার আক্রান্ত এক রোগীকে নিয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর স্টেশনে যাচ্ছিলেন রাধিকাপুর এক্সপ্রেসে উঠিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে।স্টেশনে ঢোকার আগে গাড়ি পার্কিংয়ের দায়িত্বে থাকা বিচ্ছু মন্ডল ও সুরোজ মন্ডল তার কাছে পার্কিং চার্জ দাবি করেন। রোগীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসে পার্কিং চার্জ দেওয়ার কথা বলেন গাড়ির চালক।এতেই দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় তর্ক বিতর্ক। তারপর ওই রোগীকে স্টেশনে নিয়ে গেলেও



গাড়িতে থাকা তার অক্সিজেন সিলিন্ডার নামাতে গেলে বিচ্ছু ও সুরোজ আলমগীরকে বাধা দেন।এতেই শুরু হয় বচসা।গাড়ির চালক আলমগীর কে বাঁচাতে গাড়িতে থাকা তানভীর আলম নামে তার এক সঙ্গী এলে তার উপরেও চড়াও হয় অভিযুক্তরা।এমনকি আলমগীরের দুটো মোবাইল এবং নগদ ৭ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। রাতে হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে শুক্রবার সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় বিচ্ছু মন্ডল ও

সুরজ মন্ডলের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আলমগীর।পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ওই দুইজনকে আটক করেন।

অভিযোগকারী গাড়ির চালক আলমগীর বলেন,গাড়িতে অসুস্থ ব্যক্তি ছিল রোগীকে ট্রেনে উঠিয়ে এসে পার্কিং এর টাকা দেওয়ার কথা বলতেই তারা তর্কে জড়িয়ে পড়েন।তারপর আমি অক্সিজেন সিলিভার নামাতে গেলে আমাকে মারধর শুরু করেন।হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ জানিয়েছেন,অভিযুক্ত দুইজনকে আটক করা হয়েছে।



ছবি মোবাইল বন্দি করে তেমনি জাতীয় সড়কে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ফটো তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন অনেকে। কিছুটা সময়ের জন্য হাতি তে মজে স্থানীয় বাসিন্দা সহ পথ চলতি মানুষ। সেই সময় বনদপ্তরের কর্মীরা না থাকায় কিছুটা আতংক ছড়ায়। হাতির দল কিছুক্ষন্ পরে জঙ্গলমুখী হলে আতংক মুক্ত হয় বাসিন্দারা। উল্লেখ্য কিছুদিন আগে হাতির হামলায় তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে ডুয়ার্সের বানারহাট এলাকায়। যার কারণে ক্ষোভের মুখে পড়তে হয় বনকর্মীদের। যার কারণে বদলি করা হয় বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণী স্কোয়াডের রেঞ্জার কেও। বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখা সুত্রে

জানানো হয়, কলেজের পাশ দিয়ে হাতির করিডর থাকায় সেই রাস্তা দিয়ে যায় মাঝে মাঝেই হাতির দল রেতির জঙ্গল থেকে মোরাঘাট জঙ্গলের দিকে যায়। এদিন হাতির দল দাঁড়িয়ে পরে এই বিষয়ে কোন খবর আসে নি। তাই তাদের জানা

সাহিন আনসারি নামে এক প্রাতভ্রমণকারী বলেন, সকালবেলা প্রাতভ্রমণ করতে বেরিয়েছিলাম। সেই সময় দেখতে পাই রেল লাইন পেরিয়ে যাচ্ছে একদল হাতি। প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম পরে সাহস করে ক্যামেরাবন্দি করি সে হাতির ছবি, প্রচুর মানুষ ভিড় করেছিল। পরে চা বাগান দিয়ে হাতে গুলি চলে যায়।

# স্বাবলম্বীর লক্ষ্যে হাঁসের বাচ্চা বিতরণ কুমারগঞ্জে



#### প্রথম নজর

# সম্প্রীতির 'লক্ষ্মী পুজো' উদ্বোধন সাওনি ঘোষের



নকীব উদ্দিন গাজী 🌑 মথুরাপুর আপনজন: শুক্রবার বিকেলে মথুরাপুর ১ নং ব্লকের কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদিয়ালে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার শুভ সূচনা হলো। প্রদীপ প্রজ্জুলন করার পর ফিতে কেটে সূচনা করেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও রাজ্য যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী তথা বিশিষ্ট অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও,সুন্দরবন সাংগঠনিক জেলার সভাপতি তথা মন্দির বাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার, পাথর প্রতিমার বিধায়ক তথা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্যদের চেয়ারম্যান সমীর কুমার জানা, কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার, রায়দিঘির বিধায়ক ডা: অলোক জলদাতা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ জয়ন্ত ভদ্র, মথুরাপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মানবেন্দ্র মন্ডল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সন্তোষ কুমার মন্ডল, মন্দির বাজারের ডিএসপি বিশ্বজিৎ নস্কর, বিডিও তারাশঙ্কর প্রামানিক. পূজা কমিটির সম্পাদক সুন্দরবন সাংগঠনিক যুব তৃণমূল কংগ্ৰেস সভাপতি তথা জেলা পরিষদের খাদ্য দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বাপি হালদার বলেন, আমাদের সদিয়ালে কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা এবার ১৭ বছরে পা রাখল।এই পুজো সদিয়াল গ্রামের হিন্দু মুসলিম রা মিলে এই পুজো করে আসছি ,কারন এখানে কোনো দুর্গা পুজো সে ভাবে হয়না ,তাই লক্ষ্মী পুজো করা হয় জাঁকজমকভাবে ।এবারের পুজোয় বিশেষ আকর্ষণ হল লংকা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে মা লক্ষ্মীর প্রতিমা। সেই প্রতিমার ভুবন ভোলানো রূপ মণ্ডপ জুড়ে ছড়িয়ে

সেই সঙ্গে হোগলা দিয়ে তৈরি করা হয়েছে লক্ষ্মণের শক্তিশেল। যা মণ্ডপের ঐতিহ্যকে বিকশিত করেছে। মন্ডপের চারিদিকে বেশ কিছু এলাকা জুড়ে উড়িষ্যার বালেশ্বরের ট্রেন দুর্ঘটনার বিভিন্ন চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

# একান্নবর্তী পরিবারের পুজোয় ভিন্ন চিত্র

সেখ রিয়াজুদ্দিন 🗕 বীরভূম **আপনজন:** দুর্গোৎসব ঘিরে কয়েকদিন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে গ্রামের কচিকাঁচা থেকে সমস্ত বয়সী মানুষজন। দেখা যায় বিভিন্ন পূজা মন্ডপে চলে থিমের প্রতিযোগিতা। কিন্তু খয়রাশোল ব্লকের কমলপুর সর্বমঙ্গলা সার্বজনীন পূজা কমিটির উদ্যোগে এক চিত্র যা গ্রামীণ এলাকারই চিত্র ফুটে উঠে। জানা যায় দর্গাপজা উপলক্ষে এখানে উপস্থিত পরিবারের লোকজন সহ কর্মসত্রে বাইরে থাকা লোকজন আসেন গ্রামে এবং চারদিন ধরে একান্নবর্তী পরিবারের নেই একত্রে রান্না করা থেকে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়ে থাকে।আজ ছিল তাদের প্রতিমা নিরঞ্জন।সেই উপলক্ষেও খিচুড়ি প্রসাদের আয়োজন করা হয়েছে। কমলপুর



সর্বমঙ্গলা সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে একান্ত সাক্ষাৎকারে শিক্ষক বিশ্বনাথ আঢ্য জানালেন গ্রামীণ এলাকায় হারিয়ে যাওয়া একান্নবর্তী পরিবারের চিত্র পূজার দিন হলেও গ্রামের মধ্যে আমরা ধরে রেখেছি যতদিন থেকে গ্রামে দুর্গোৎসব শুরু হয়েছে। পদার্পন করে। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর অনুদানের কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। পাশাপাশি প্রশাসনিক বিধিনিষেধ মেনে অনুষ্ঠানসূচী পালন করা হয়।

# শতাধিক নারীর কবিতা প্রকাশ 'রেনেসাঁস'-এর



রঙ্গিলা খাতুন 🔵 বহরমপুর **আপনজন:** ঐতিহাসিক শহর মূর্শিদাবাদের বুকে ফের তৈরী হল এক নজিরবিহীন ইতিহাস যা জেলার মুকুটে আরও একটি নতুন পালক সংযোজন করবে বলে মনে করছেন বিশিষ্টজনেরা। সম্প্রতি শারদ উৎসবের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ শহরের ঐতিহ্যবাহী চকবাজার পূজা মন্ডপ প্রাঙ্গনে মহাসমারোহে উন্মোচিত হল শতাধিক মহিলা কবির কলমে সমৃদ্ধ সগৌরবে ৫৩ বছর অতিক্রান্ত "রেনেসাঁস" পত্রিকার বিশেষ নারী সংখ্যা। আন্তর্জাতিক কবি অগ্নিশিখার হাত ধরে এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল উপস্থিতি সহস্ৰাধিক মানুষ। উক্ত অনুষ্ঠানে অতিথির আসন অলংকৃত করেন বরিষ্ঠ কবি অশোক দাস, মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পৌরপিতা ইন্দ্রজিৎ ধর, প্রাক্তন পৌরপিতা সুরজিৎ বসাক এবং মুর্শিদাবাদ- জিয়াগঞ্জ

পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মহঃ গোলাম আকবরী।এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ টাউন কংগ্রেস সভাপতি তথা বিশিষ্ট শিক্ষক অর্ণব রায়, মুর্শিদাবাদ গ্রামীন সংবাদপত্রের মুখ্য সম্পাদক অপূর্ব সেন সহ সকল স্তরের গুণীজনেরা। নৃত্য - গীত সহযোগে অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে পরিচালনা করেন বাচিকশিল্পী সোনালী আদিত্য। বিশেষভাবে লক্ষণীয়, নারী সংখ্যাটিতে লেখা গ্রহণ থেকে শুরু করে সম্পাদনা এবং প্রকাশের ক্ষেত্রেও মহিলাদেরকেই প্রধান্য দিয়েছেন পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক অজয় মুখার্জী। এই মহতী উদ্যোগে সকলকে পাশে পেয়ে আবেগে আত্মহারা হয়ে পড়েন পত্রিকার সচিব তেজময় বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন। নারী শক্তির উৎযাপনে মেতে ওঠেন আপামর সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রেমী মানুষ।

# কোতুলপুরের বিধায়কের শিবির বদল নিয়ে জোর জল্পনা ও চর্চা

সঞ্জীব মল্লিক 🔍 বাঁকুড়া আপনজন: গতকালই শিবির বদলে পদ্ম শিবির ছেড়ে ঘাসফুলে যোগ দিয়েছেন কোতুলপুরের বিজেপি বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। কিন্তু কোন সমীকরণে তাঁর এই শিবির বদল তা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। চলছে রাজনৈতিক চাপানউতোরও। গতকাল রাজ্যের বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বাড়িতে যখন ইডির হানা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি তোলপাড় ঠিক সেই সময়ই গোপনে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দিলেন কোতুলপুরের বিজেপি বিধায়ক হরকালী প্রতিহার। গোটা যোগদান প্রক্রিয়া এতটাই গোপনে হয়েছে যে খোদ শাসক দলের জেলাস্তরের অনেক নেতাই জানতেন না এই যোগদানের কথা। যোগদান পর্ব মিটতেই কোন সমীকরণে হরকালী প্রতিহারের এই শিবির বদল তা নিয়েই শুরু হয়েছে



জোর শোরগোল। রাজনৈতিক মহলের একাংশের ধারণা গত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর দুই সাংগঠনিক জেলাতেই বিজেপি ভালো ফল করলেও পঞ্চায়েত নির্বাচনে দুই জেলাতেই ভরাডুবি হয়েছে গেরুয়া

তাছাড়া লোকসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে ততই বিজেপির অন্দরের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে চলে আসায় হতাশা তৈরী হয়েছে বিজেপির নেতা কর্মীদের মধ্যে। আর তার জেরেই হরকালী প্রতিহারের এই শিবির বদল। বিজেপি এবং তৃণমূল দুই শিবিরই অবশ্য এই তত্ব মানতে নারাজ। বিজেপির দাবী লোকসভা নির্বাচনে টিকিট ও অন্যান্য প্রলোভন দেখিয়ে হরকালী প্রতিহারকে দলে টেনেছে তৃণমূল। অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে তৃণমূলের পাল্টা দাবী উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে সামিল হতেই হরকালী প্রতিহারের এই দল বদল।

# পুজোর কার্নিভাল ও মৃৎশিল্পীদের বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা অশোকনগরে



এম মেহেদী সানি 

অশোকনগর আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে মহা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল দুর্গাপুজোর কার্নিভাল ও মৃৎশিল্পী সম্বর্ধনা। কলকাতা রেড রোডের দূর্গাপুজোর কার্নিভালের আদলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বর্ষে অশোকনগরের দূর্গাপুজোর কার্নিভাল ঘিরে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। অশোকনগরের বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামীর উদ্যোগে এবং

আশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভা ও আশোকনগর থানার সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এই কার্নিভালে ১৫ টি পুজো কমিটি অংশগ্রহণ করে। মখ্য উদ্যোক্তা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাঙালির দূর্গাপুজো আজ বিশ্ব স্বীকৃত।

পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনায় রেডরোডে অনুষ্ঠিত দুর্গাপুজোর কার্নিভাল আলাদা মাত্রা যোগ

শিশু বঞ্চিত না হয় সেই ভাবনা

পিচ্ছাখালি অনাথ আশ্রমের ৫০

জন শিশুর হাতে নতুন পোশাক

তাদের দুপুরের খাবারের আয়োজন

অক্টোবর দক্ষিণ বারাসাত, বহুডু ও

বিদ্যার হাতে নতুন বস্ত্র ও তাদের

তুলে দেওয়া হল, সাথে সাথে

করা হয়েছিল সোসাইটির পক্ষ

জয়নগর সংলগ্ন এলাকায় ১০০

জন অসহায় দুস্থ ও দরিদ্র বৃদ্ধ-

জীবনধারণের জন্য এক মাসের

রেশন তুলে দেয়া হয় মানবতার

পক্ষ থেকে। মানবতা সেইসব পথ

চলতি অসহায় ৫০ জন মানুষের

মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকতে

এ বিষয়ে মানবতা গ্রুপের সভাপতি

পল্লব হালদার বলেন "ছোটবেলা

থেকেই গরিব মানুষের জন্য কিছু

করার ইচ্ছা ছিল, তারপর স্কুল শেষ

হতে ই আমার কিছু বন্ধু কে নিয়েই

আমি এই মানবতা গ্রুপের কাজ

শুরু করি। পরবর্তীকালে

গুরুজনদের সাহায্যে আমরা

একের পর এক মানুষের পাশে

দাঁড়ানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

হাতে নতুন বস্ত্র আর একবেলা

খাবার তুলে দেয়। এভাবেই

চায় মানবতা সোসাইটি।

থেকে। এছাড়াও গত ১৯ ই

নিয়ে গত ১৫ই অক্টোবর

করেছে। মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর সেই ভাবনাকে পাথেয় করে অশোকনগরে গত বছর থেকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুৰ্গাপুজো কাৰ্নিভাল৷ এ দিন নিউমার্কেট থেকে চৌরঙ্গী মোড় পর্যন্ত একে একে পুজো কমিটিগুলি তাদের প্রতিমা নিয়ে আসেন এবং তাঁরা তাদের বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। এইসব পুজো কমিটিগুলির পক্ষে শিশু কিশোর কিশোরী যুবক যুবতী ও বয়স্করা তাদের অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

# ২৫০ জনকে পুজোর নতুন পোশাক মানবতা-র



নিজস্ব প্রতিবেদক 

জয়নগর আপনজন: বিগত কয়েক বছর ধরে মানবতা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক প্রত্যন্ত গ্রামে বিশেষ করে সুন্দরবনের দুস্থ ও অসহায় মানুষের পাশে ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ইয়াস বিধ্বস্ত সুন্দরবনের ২০০ টি পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দেয়ার মধ্য দিয়ে মানবতা গ্রুপের পথ চলা শুরু হয়। এরপর সুন্দরবন অঞ্চলের মৎস্যজীবী বা পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী ব্যক্তিকে বাঘে নিয়ে গেছে এমন পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সামগ্রী তুলে দেয়া হয়েছে। এছাড়াও দক্ষিণ বারাসাত বহুড় ও জয়নগরের একাধিক দুস্থ পরিবারের হাতে মাসিক রেশন, শিক্ষা সামগ্রী, নতুন বস্ত্র তুলে দেয় মানবতা গ্রুপের সভাপতি পল্লব হালদার ও অন্যান্য সদস্য সদস্য বৃন্দ। প্রতি বছরের মত এই বছরও মানবতা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি তাদের "মানবতার শারদ অর্ঘ্য' কর্মসূচি পালন করল তিনটি কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। উৎসবের আনন্দ থেকে যেন কোন অনাথ

## শ্রুতি সাহিত্য পত্রিকার বার্ষিক উৎসব



নিজস্ব প্রতিবেদক 🔵 কলকাতা

**আপনজন:** সম্প্রতি শিয়ালদহের কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে অনুষ্ঠিত হলো শ্রুতি সাহিত্য পত্রিকার বাৎসরিক মিলন উৎসব। ২০০কবি সাহিত্যিক কে বিভিন্ন সম্মানে সম্মানিত করা হয়। তার মধ্যে কবি সুচিত চক্রবর্ত্তী লালন ফকির সম্মানে ২০২৩ সম্মানে সন্মানিত হন। কবি পুরুষত্তোম ভট্টাচার্য্য, রাহুল ভট্টাচার্য্য,মুস্তাক আহমেদ, নিমাই চন্দ্ৰ ঘোষ,ববিলোচন গোস্বামী, সেঁজুতি গোস্বামী, গোস্বামী, সুশান্ত কেওরাকেও প্রদান করা হয়। প্রদান করা হয় বাংলার গর্ব সম্মান -রাজীব সেখ, শ্রীমন্ত বিশ্বাস, দীপঙ্কর চৌধুরী, সফিউল্লা নাইয়া,আরো অনেকে প্রদান করা হয়। লালন পুরস্কার প্রদান করাহয়- আহেদা খাতুন,অর্ণবদত্ত, সায়ন কুন্ডু,হিমেন্দু দাস,সহদেব দোলুই ও রবীন্দ্র সম্মানে সম্মানিত হন অনেক কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী। অনুষ্ঠানে উদ্বোধক ছিলেন কবি সাংবাদিক -বরুণ কুমার চক্রবর্তী, সভাপতি অজয় ভট্টাচাৰ্য্য, প্ৰধান অতিথি প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার তুষার কান্তি মুখোপাধ্যায় এবং বিশেষ অতিথি অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ কমিশনার (কলকাতা) গৌতম কুমার দাস ও অভিনেতা নীলাভ রায়। এছাড়া ছিলেন সম্পাদক দীপঙ্কর পোড়েল সহ বিশিষ্টজনরা।

# লক্ষ্মী পুজোয় সেজে উঠেছে জয়পুর ও বাগনানের দুই গ্রাম



পুজোকে কেন্দ্র করে নবরূপে সেজে উঠেছে জয়পুর ও বাগনানের দুই লক্ষীর গ্রাম খালনা ও জোকা। দুটি গ্রামেই এখন সাজো সাজো রব। থিমের পুজোয় এখন এই দৃটি গ্রাম শহরের দুর্গা পুজো গুলিকে অনেকাংশৈই স্লান করে দিয়েছে। এই দুটি গ্রামে মা দুর্গার থেকে কন্যা লক্ষ্মীর কদরই বেশি। তাই কোজাগরী লক্ষ্মী প্রজোই এখানকার প্রধান উৎসব। এবছর খালনা গ্রামে প্রায় ৩৫ টির মতো থিমের পুজো হচ্ছে। জোকা গ্রামে থিমের পুঁজো হচ্ছে প্রায় ২০ টি। পূর্বে কৃষিজীবী নির্ভরশীল ছিল খালনা গ্রাম। তখন প্রতিবছর বন্যার ফলে চাষের ব্যাপক ক্ষতি দেখা দেওয়ায় খালনার বাসিন্দারা কৃষিকাজ ছেড়ে ব্যবসার কাজে মন দেন এবং ঘরে ঘরে লক্ষ্মীর আরাধনা শুরু করেন। ধীরে ধীরে তাঁরা বিত্তশালী হয়ে ওঠেন। লক্ষ্মীর কৃপাতেই তাঁরা বিত্তশালী হয়েছেন এই বিশ্বাসে প্রতিটি বাড়িতে লক্ষ্মী পুজোর প্রচলন বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীকালে বাড়ির পুজোর পাশাপাশি বারোয়ারী পুজোর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তারপর আসে থিমের পুজো। জোকা গ্রামেও একইভাবে কন্যা লক্ষ্মীর পুজো শুরু হয়। এবছর খালনা বলাই স্মৃতির পুজোর ভাবনা লক্ষ্মীর মন্দির। করুণাময় কিশোর সংঘের থিম লক্ষ্মীর পাড়া। খালনা কৃষ্ণ রায় তলার এবারের পুজোর ভাবনা 'কুমোরের ঘরের লক্ষ্মী।' কালীমাতা তরুণ সংঘের থিম বেতার তরঙ্গ। খালনা আমরা সবাই (হরিসভার) থিম কেদারনাথ। খালনা মিতালী সংঘের থিম

চন্দ্রযান-৩। আমরা সকলের

পুজোর ভাবনা সহজপাঠ।

আনন্দময়ী তরুণ সংঘের থিম

আপনজন: কোজাগরী লক্ষ্মী

আইসল্যান্ড চার্চ। খালনা ক্ষুদিরায় তলা কোহিনূর ক্লাবের থিম জঙ্গল বুক। খালনা অগ্রগামী ক্লাবের পুজোর ভাবনা মহাকাল। এছাড়াও খালনা একতা সংঘ, অন্নপূর্ণা ক্লাব, আমরা কয়জন বারোয়ারি পুজো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য পুজোগুলির অন্যতম।

বাগনানের 'শস্য ভান্ডার' জোকায় এবছর প্রায় কুড়িটির মতো বড় বড় থিমের পুজো হচ্ছে। জোকা ক্লাব সৃষ্টির এবারের থিম হস্তশিল্প। এখানে শিল্প সৃষ্টিরতা দেবী লক্ষ্মী বিরাজিতা। জোকা ইন্টারন্যাশনালের পুজোর ভাবনা, পাখিদের মুক্ত জীবন। পাখির আদলে তৈরি হয়েছে এখানকার লক্ষ্মী প্রতিমা। জোকা পাওয়ার সংঘের দেবী লক্ষ্মীকে এবছর জলপরী রূপে দেখা যাবে। জুনিয়র স্টার লক্ষীপুজো মণ্ডপে জাগ্রত হয়েছে দেশাত্মবোধ। সমুদ্রের ঝিনুক দিয়ে প্রতিমা গড়া হয়েছে ভাই ভাই সংঘের পুজোয়। গামছার প্রতিমা দেখা যাবে জোকা নেতাজি সংঘের পুজোয়। জোকা শীতলামাতা সংঘে পাট ও চট দিয়ে তৈরি হয়েছে এবারের মন্ডপ। মানব জীবনের বিভিন্ন পার্থক্য উঠে এসেছে জোকা এ্যাকশন কমিটির পুজো মন্ডপে। জোকা যুবসংঘে দেখা যাবে শৈপ্লিক প্রতিমা। মাটির সাজের প্রতিমা দেখা যাবে প্রেমিক সংঘের পুজোয়। জোকা হঠাৎ সৃষ্টিতে শৈপ্লিক প্রতিমা দেখা যাবে। সাথী হারাতেও শৈপ্লিক প্রতিমা দেখা যাবে। জোকার পাশাপাশি বাঙ্গালপুর নবজাগরণ ক্লাবে দেখা যাবে সন্দেশের প্রতিমা। বাঙ্গালপুর কালীমাতা ব্যায়াম সমিতির এবারের পুজোর ভাবনা, ধন ধান্য পুষ্প ভরা। এরিয়ান্স ক্লাবের পুজোর ভাবনা, "আমরা নারী, আমরাই পারি।"

# ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

### বনমন্ত্রীর বিলাসবহুল বাডির হদিশ



আমীরুল ইসলাম 

(বালপুর

**আপনজন:** পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের পর জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। বনমন্ত্রীর বিলাসবহুল বাড়ির হদিশ মিলল বোলপুরে। নাম দোতারা। শোনা যাচ্ছে, দেড় কোটি টাকায় বাড়িটি কিনেছিলেন মন্ত্রী। জ্যোতিপ্রয় মল্লিকের গ্রেপ্তারির পরই চর্চায় উঠে এসেছে বোলপুরের শান্তিনিকেতনে তাঁর বিলাসবহুল বাড়ি। জানা গিয়েছে, প্রায় দেড় কোটি টাকার বিনিময়ে ২০১৭ সালে বাডিটি কিনেছিলেন তিনি। তার পর প্রায় ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন বাড়িতে। বর্তমানে এই বাড়ির আনুমানিক বাজার মূল্য ৬ কোটি টাকা। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের 'অপা'র পর জ্যোতিপ্রিয়র 'দোতারা' নিয়ে শোরগোল শান্তিনিকেতনে। বেশ কিছুদিন ধরেই রেশন দুর্নীতির তদন্ত চালাচ্ছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। বৃহস্পতিবার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বাডিতে হানা দিয়ে ইডি তাকে গ্রেফতার করে।

#### জমকালো পুজো কার্নিভাল মালদায়



দেবাশীষ পাল 🔵 মালদা

আপনজন: মালদা জেলা প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় জমকালো পুজো কার্নিভালের নজরকাড়া ঝলক -মালদহ জেলায় প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো দুর্গাপুজোর কার্নিভাল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যে থেকে শুরু হয় মালদহ শহরের রড ভাই থেকে ৪২০মোড় পর্যন্ত রাস্তা দুই ধারে মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে। ইংরেজবাজার ও পুরাতন মালদা শহরের মোট ২৫ টি পুজো কমিটি এই কার্নিভালে অংশগ্রহণ করে। মালদা শহরের শোভাযাত্রা। বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের সাথে পুজো কমিটি গুলি তাদের প্রতিমা শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে আসবেন ৪২০ মোড় থেকে রাথবাড়ি পর্যন্ত। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক নিতিন সিঙ্হানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব, সহ দুই মন্ত্রী ২ পৌরসভার চেয়ারম্যান সহ প্রশাসনের একাধিক কর্তাধিকার। এই কার্নিভালকে ঘিরে জেলা পুলিশ প্রশাসনের নিরাপত্তাই মুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল গোটা এলাকা।

# তিন দিনের হস্তি শাবক নিয়ে জঙ্গলে হাতির দল



নিজস্ব প্রতিবেদক 🍑 বাঁকুড়া আপনজন: মাত্র তিন দিন বয়সের হস্তির শাবক "বিজয়"কে নিয়ে জয়পুরের জঙ্গল থেকে সোনামুখী জঙ্গলে প্রবেশ করল ২৫ টি হাতির একটি দল, ক্ষতির আশঙ্কা কৃষকদের, ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ পাবে কৃষকরা দাবি বনদপ্তরের। বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগ এ ইতিমধ্যেই ৪৪টি হাতির একটি দল অবস্থান করছে, আবার নতুন করে ২৫ টি হাতির একটি দল বিষ্ণুপুর জঙ্গল থেকে সোনামুখীর জঙ্গলে প্রবেশ করেছে, বিজয়া দশমীর দিন একটি হস্তির শাবক জন্মগ্রহণ করে, যে কারণেই বনদপ্তর এবং গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে ভালোবেসে তাকে নাম দেয়া হয় "বিজয়", এবার বিজয়কে নিয়েই

এক জঙ্গল থেকে আরেক জঙ্গলে পাড়ি দিচ্ছে হাতির দলটি, শুক্রবার ভোররাতে বিজয়কে সাথে নিয়ে জয়পুরের জঙ্গল থেকে সোনামুখীর জঙ্গলে প্রবেশ করেছে হাতির দলটি। তবে জয়পুর এবং বিষ্ণুপুরের বেশ কিছু জায়গার কৃষকদের দাবি তাদের পাকা ধানে ক্ষতি করেছে হাতির দলটি, বনদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে কারো যদি কোন ক্ষতি হয় তারা বনদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করলে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ পাবে। জঙ্গল এলাকার সমস্ত মানুষ এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার সকলকে সতর্ক থাকার অনুরোধ জানাচ্ছে বনদপ্তর, বনদপ্তরে পক্ষ থেকে এলাকার মানুষকে সতর্ক করে জানানো হচ্ছে কেউ যাতে এখন জঙ্গলে না যায়।

#### ডেঙ্গুতে মৃত্যু হাওড়ার গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিবেদক 🌑 হাওড়া আপনজন: ডেঙ্গুতে মৃত্যু হলো হাওড়ার এক গৃহবধূর। হাওড়া পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের গোরাবাজার এলাকার বাসিন্দা ওই গৃহবধূর নাম নীতু সিং (৩১)। গত ১৭ তারিখ জ্বরে আক্রান্ত হন তিনি। নীতুদেবীকে প্রথমে হাওড়া হাসপাতাল পরে তাঁকে ভর্তি করা

হয় গোলাবাড়ির এক বেসরকারি হাসপাতালে। সেখানেই গতকাল রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

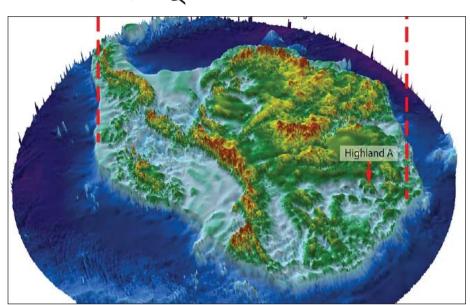
#### জয়নগরের বিডিওকে বিদায় সংবর্ধনা



মোমিন আলি লস্কর 

জয়নগর আপনজন: জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর এক নম্বর ব্লকে বিডিও সত্যজিৎ বিশ্বাস কে আজ জয়নগর কেন্দ্রের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস এবং ব্লক সভাপতি ও সহ -সভাপতি বিদায় সংবর্ধনা পুষ্পস্তবক অর্পণ করলেন। উপস্থিত ছিলেন জয়নগর কেন্দ্রের বিধায়ক শিক্ষক বিশ্বনাথ দাস, জয়নগর এক নম্বর ব্লকে ব্লক সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, সহ-সভাপতি সুহানা পারভীন বৈদ্য, জেলা পরিষদ সদস্যা বন্দনা নস্কর, জয়নগর এক নম্বর ব্লকে যুবসভাপতি শামীম আহমেদ ঢালী দক্ষিণ বারাসত অঞ্চলের চেয়ারম্যান তাপস বিশ্বাস, জনস্বাস্থ্যা ও পরিবেশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ হাজী সাইফুল লস্কর,বন ও ভূমি কর্মদক্ষ শুকুর আলী মোল্লা,তুহিন বিশ্বাস,উত্তর দুর্গাপুরের প্রধান ও উপপ্রধান,সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

# অ্যান্টার্কটিকার বরফের নীচে সুন্দরবনের চেয়ে তিন গুণ বড় ভূখণ্ডের খোঁজ



আপনজন ডেস্ক: শেষ কবে নতুন দেশ বা ভূখণ্ড আবিষ্কারের খবর পড়েছেন বলুন তো? কলম্বাস কিংবা ভাস্কো দা গামার আমলে হরহামেশাই নতুন দেশ আর ভূখণ্ড আবিষ্কারের খোঁজ মিলত। আর তাই তো আধুনিকতার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সব ভূখণ্ডই আবিষ্কার করে ফেলেছেন অভিযাত্রীরা। তবে দীর্ঘদিন পর নতুন এক ভূখণ্ডের খোঁজ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, অ্যান্টার্কটিকার বরফের নিচে রয়েছে বিশাল এই ভূখণ্ড। পাহাড় আর উপত্যকায় ঘেরা বিশাল এ ভূখণ্ড কয়েক লাখ বছর ধরে অ্যান্টার্কটিকা বরফের নিচে ঢাকা পড়ে আছে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, ৩২ হাজার বর্গকিলোমিটারজুড়ে বিস্তৃত ভূখণ্ডটি একসময় গাছ, বন ও নানা ধরনের প্রাণীর আবাসস্থল ছিল। সময়ের পরিক্রমায় একসময় পুরো ভূখগুই বরফে ঢেকে যায়, যা আজও বরফের নিচে চাপা পড়ে আছে। সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ১০ হাজার বর্গকিলোমিটার। সেই হিসাবে নতুন আবিষ্কার হওয়া ভূখণ্ড সুন্দরবনের তিন গুণের বেশি বড়। এমনকি ইউরোপের দেশ বেলজিয়ামের (আয়তন ৩০ হাজার ৬৮৯ বর্গকিলোমিটার) চেয়ে আকারে বড় এই ভূখগু। ধারণা করা হচ্ছে যে ৩ কোটি ৪০ লাখ বছরের বেশি সময় ধরে এ এলাকায় মানুষের পা পড়েনি। এ বিষয়ে যুক্তরাজ্যের ডারহাম ইউনিভার্সিটির হিমবাহ বিশেষজ্ঞ ও গবেষক দলের প্রধান স্টুয়ার্ট জেমিসন বলেন, নতুন আবিষ্কৃত ভূখণ্ড এখনো কারও নজর পড়েনি। সাদা বরফের বিশাল এলাকার নিচে ঢাকা পড়ে আছে

বিজ্ঞানীরা অবশ্য এই ভূখণ্ড আবিষ্কারের জন্য নতুন কোনো গবেষণা পরিচালনা করেননি, আগে থেকে সংগ্রহ করা পুরোনো তথ্যগুলোই নতুন পদ্ধতির মাধ্যমে পর্যালোচনা করেছেন তাঁরা। সাধারণত পূর্ব অ্যান্টার্কটিক এলাকায় বরফের নিচে কী রয়েছে, তা জানার জন্য উড়োজাহাজ থেকে বেতার তরঙ্গ পাঠানো হয়। এরপর তরঙ্গগুলোর প্রতিধ্বনি বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন বিষয়ে ধারণা নেওয়া হয়। নতুন এ গবেষণায় স্যাটেলাইট ইমেজ ও রেডিও-ইকো সাউন্ডিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, নতুন ভূখগুটি বরফের দুই কিলোমিটারের বেশি গভীরে অবস্থিত। সূত্র: ফিজিস ডট অর্গ ও দ্য

আপনজন ডেস্ক: বিশ্বজুড়ে

কতকিছু নিয়েই তো গবেষণা

চলছে। কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক

১০ বছর, ২০ বছর কিংবা ৩০

প্রায় এক শতক ধরে চলা এই

পরীক্ষার নাম 'পিচ ড্রপ

১০০ বছর ধরে!

বছর। কিন্তু পৃথিবীতে এমন এক

পরীক্ষা করা হচ্ছে, যা চলছে প্রায়

এক্সপেরিমেন্ট'। যে পিচ দিয়ে রাস্তা

তৈরি হয়, তা দিয়েই এই পরীক্ষা

চলছে বলে এমন নাম দেওয়া

হয়েছিল। পিচ ড্রপ পরীক্ষা হল

একটি দীর্ঘমেয়াদি পরীক্ষা, যা বহু

বছর ধরে পিচের প্রবাহ পরিমাপ

করে। পিচ একটি উচ্চ ঘনত্বের

তরল, যা সাধারণত বিটুমিন কয়লা

থেকে তৈরি হয়। এই কয়লাজাত

পরিচিত। ঘরের তাপমাত্রায়, পিচ

খুব মন্থর গতিতে প্রবাহিত হয়।

পিচ ড্রপ পরীক্ষাটি ১৯২৭ সালে

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেনের কুইন্সল্যান্ড

কিছু পিচকে গলিয়ে তরল করেন।

পরে তিনি সেই তরল পিচ একটি

মুখবন্ধ ফানেলে ঢেলে দেন। একটি

ফানেলটির নীচের সরু অংশ কেটে

প্রথম পিচের ফোঁটা তৈরির জন্য

এই পরীক্ষার সঙ্গে যক্ত বাকিরা

অপেক্ষা করেছিলেন। পার্নেল-সহ

দেখেন, ওই তরল পিচ থেকে এক

ফোঁটা পিচ তৈরি হতে সময় লাগে

১৯৬১ সাল থেকে পিচ ড্রপ

৭ থেকে ১৩ বছর।

বড় বেলজারের মধ্যে বিকারের

উপর সেই ফানেলটি রেখে দেন

তিনি। ১৯৩০ সালে পার্নেল

শুরু করেন টমাস পার্নেল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শুরু হওয়া এই

পরীক্ষা এখনো চলছে। পার্নেল

পদার্থ 'অ্যাসফল্ট' নামেও

পরীক্ষা কতদিন ধরে চলতে পারে?

# ক্লিক করলেই বদলে যাবে পোশাকের রং ও নকশা



আপনজন ডেস্ক: সফটওয়্যার কোম্পানি অ্যাডোবি ফটোশপের জন্য বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয়। সম্প্রতি আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসে জাঁকজমক করে অনুষ্ঠিত হয় অ্যাডোবি ম্যাক্স ২০২৩। ফ্যাশন দুনিয়ায় বলতে গেলে ঝড় তুলেছে সেই ইভেন্ট। কারণ অ্যাডোবির ঐ ইভেন্টে দেখানো হয়েছে এক অদ্ভুত ডিজিটাল পোশাক। ক্লিক করলেই যে পোশাকের রং ও নকশা বদলে

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম

ইনডিপেনডেন্টের প্রতিবেদনে জানা যায়, পোশাকের নাম প্রজেক্ট

প্রিমরোজ। এই পোশাককে বলা হচ্ছে ইন্টার্যাক্টিভ। কারণ এক ক্লিকেই ডিজাইন বদলাতে পারে

অ্যাডোবি ম্যাক্স ২০২৩ ইভেন্টে প্রেজেন্টেশনে পোশাকটি দেখান গবেষক ক্রিস্টিন ডিয়ের্ক। তিনি যেভাবে পোশাকটি প্রদর্শন করেছিলেন, তা সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। অনবদ্য এই পোশকাটি আসলে ডিয়ের্কেরই মস্তিধ্বপ্রসূত। স্টেজে সকলের সামনে পোশাক প্রদর্শনের সময় তিনি জানান, ডিজিটাল ড্রেস মানুষের জীবনে ফ্যাব্রিকের বদল ইন্টার্যাক্টিভ পোশাকটি পরে ডিয়ের্ক বলেন, 'ঐতিহ্যগত পোশাকের পাশাপাশি এমন ডিজিটাল পোশাক আমার লুক মুহূর্তের মধ্যে বদলে দেয়। স্ট্র্যাপলেস হাঁটু সমান এই পোশাকে রয়েছে ছোট্ট ছোট্ট স্ক্রিন। ক্রিস্টাল গলিয়ে এমন স্ক্রিন বানানো

হয়েছে'। অনুষ্ঠানে ডিয়ের্ক নির্দেশনা দিলে সঙ্গে সঙ্গে পোশাকটি রঙ পরিবর্তন করে। মুহুর্তের মধ্যে পরিবর্তন করে নকশার। এমন রূপান্তর উপস্থিত দর্শকদের মোহিত করে। হাততালি দিয়ে বাহ্বা জানান অনেকে।

নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে সেবামূলক প্রকল্প হিসেবে তথ্য যাচাই সংস্থাকে

# এবার পিক্সেল ফোন বানানো হবে ভারতে



আপনজন ডেস্ক: এবার পিক্সেল ফোন ভারতে বানানোর পরিকল্পনা করছে গুগল। সম্প্রতি 'গুগল ফর ইভিয়া'র বার্ষিক অনুষ্ঠানে এমনটাই জানিয়েছে গুগল।

এর পাশাপাশি আরও বেশকিছু ঘোষণা করে এই সার্চ ইঞ্জিন সংস্থা। তার বেশিরভাগই অবশ্য কৃত্রিম

বুদ্ধিমত্তা নির্ভর প্রকল্প। এছাড়াও, আর্থিক লেনদেনের অ্যাপ আরও নিরাপদ করার কথাও জানায় গুগল।

পেমেন্ট অ্যাপ নিরাপদ করতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা ভাবছে গুগল। পাশাপাশি ভুল তথ্য ছড়ানো আটকাতেও পদক্ষেপ

অনুদান দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে তাদের। ২০১৬ সালে গুগল পিক্সেল ফোন বানাতে শুরু করে। এতদিন সফটওয়্যার পরিষেবা দিলেও সেই প্রথম হার্ডওয়্যারও বাজারে পা রাখে গুগল। এবার সেই ব্যবসা করেই ভারতের বাজার দখল করার পরিকল্পনা রয়েছে গুগলের। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈঞ্চোর কথায়, ভারত আর গুগলের দুইয়ের জন্যই এটা সঠিক সিদ্ধান্ত। গুগুলের ভাইস প্রেসিডেন্ট রিক অস্টারলো এই দিন বলেন, ভারতে পিক্সেল স্মার্টফোনের চাহিদা বাড়ছে। সেই মাফিক জোগান নিশ্চিত করতেই এমন পদক্ষেপের কথা ভেবেছে গুগল।

আপনজন ডেস্ক: বর্তমানে অ্যাপল, গুগলসহ কিছু কোম্পানি স্মার্টফোনের সঙ্গে চার্জার দেয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফ্ল্যাগশিপের ক্ষেত্রেই এই ঝামেলা। তখন আবার ভালো মানের চার্জার কেনার দিকে মনোযোগ দিতে হয়। সেখানেও ঝামেলা। এখন চার্জিং প্রযুক্তি অনেক উন্নত। চার্জারের আছে নিজস্ব সক্ষমতা বা ওয়াট। কিছু কিছু কোম্পানি উন্নত প্রযুক্তির চার্জিং এর নিশ্চয়তা দিয়ে শুধু ক্যাবল দিয়ে দেয় প্যাকেজে। মিডরেঞ্জে অবশ্য চার্জার এখনো পাওয়া যায়।

আসল সমস্যা হলো চার্জার না থাকলে বা নষ্ট হয়ে গেলে। অন্য চার্জার ব্যবহার করলে সেটি কি ঠিক হবে? দীর্ঘদিনের ব্যবহারে বা

কোনো দুর্ঘটনায় চার্জার নষ্ট হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক। এই কারণে দরকারের সময় অন্য কারো ডিভাইসের চার্জার দিয়ে অনেকেই সেলফোন চার্জ দেয়। বিষয়টির ভালোমতো সম্পর্কে অনেকেরই ধারণা থাকে না। মনে রাখবেন, স্মার্টফোনের মূল চার্জার ব্যতীত অন্য কারো অ্যাডাপ্টার ব্যবহার করা ক্ষতিকর। অনেক সময় ডিভাইসের বড় ক্ষতি হতে পারে। সাধারণত সেলফোনের সঙ্গে যে চার্জারটি দেওয়া হয়, তা বিশেষভাবে ফোনের ব্যাটারি চার্জ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ব্যবহারকারীর ফোনের জন্য সঠিক আকার, সঠিক ভোল্টেজ ও এটি সঠিক ধরনের সংযোগকারীর প্লাগের সঙ্গে দেওয়া হয়।

বিদ্যুতের ভোল্টেজ প্রায় সময় আপডাউন করে। সে সময় নির্ধারিত চার্জার ছাড়া ডিভাইস চার্জ দিলে ব্যাটারির পাশাপাশি মাদারবোর্ডেরও ক্ষতি হতে পারে। ব্যাটারি দ্রুত গরম হওয়া, চার্জ শেষ হয়ে যাওয়া, চার্জ হতে বেশি সময় নেওয়ার সমস্যাও দেখা দেয়। অনেক সময় ভোল্টেজের মিল না থাকলে চার্জার ব্যবহারের কারণে ব্যাটারি ফুলে যাওয়া, চার্জ হওয়ার পরিবর্তে চার্জ কমতে থাকা, ব্যাটারি সেল নষ্ট হয়ে যাওয়ার মতো বিষয়ও ঘটে থাকে। যদি ডিভাইসের মূল চার্জার নষ্ট হয়ে যায়, তখন একই ধরনের চার্জার

অ্যাডাপ্টার কিনে নেওয়া ভালো।

অন লাইন

# ওয়াই-ফাই ৭ সবচেয়ে দ্রুতগতির ইন্টারনেট আসছে



আপনজন ডেস্ক: ওয়াই-ফাই ৭ হলো তারহীন ওয়াই-ফাই প্রযুক্তির নতুন সংস্করণ, যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াই-ফাই অ্যালায়েন্সের চালু করা সর্বশেষ ওয়াই-ফাই মান এটি। ২০২৪ সালের শেষ দিকে ওয়াই-ফাই ৭ বাজারে আসার কথা। গতি এবং কার্যক্ষমতার দিক থেকে ওয়াই-ফাই ৭ হবে সবচেয়ে উন্নত। এর সর্বোচ্চ ডাউনলোড গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩০ গিগাবাইট (জিবিপিএস) পর্যন্ত হতে পারে, যা এখনকার ওয়াই-ফাই ৬ প্রযুক্তির চেয়ে ৩ গুণ বেশি। ওয়াই-ফাই ৭-এর বৈশিষ্ট্য দ্রুতগতির ইন্টারনেট: ওয়াই-ফাই ৭ প্রযুক্তির গতি ওয়াই-ফাই ৬-এর চেয়ে ২ থেকে ৩ গুণ বেশি হবে। এর গতি প্রতি সেকেন্ডে ৩০ গিগাবাইটের বেশি হতে পারে। তথ্য আদান-প্রদানে বিলম্ব বা ল্যাটেন্সি: তথ্য আদান-প্রদানে ওয়াই-ফাই ৭-এর বিলম্ব হার বা ল্যাটেন্সি কম হবে। এই প্রযুক্তির ল্যাটেন্সি ১ মিলিসেকেন্ডের কম। ফলে তাৎক্ষণিক বা রিয়ালটাইম অ্যাপ্লিকেশন যেমন ভিডিও কল, গেমস ইত্যাদি অনেক ভালো কাজ

তরঙ্গ সমন্বয়: ওয়াই-ফাই ৭ প্রযুক্তি ৬ গিগাহার্টজের বেশি ৭.১২৫ গিগাহার্টজ পর্যন্ত নতুন তরঙ্গ ব্যবহার করবে। এর ফলে তথ্য-উপাত্ত আদান-প্রদানের গতি বাড়বে ও ব্যতিচার (ইন্টারফেয়ারেন্স) কমবে। মাল্টিপল-ইনপুট মাল্টিপল-আউটপুট (মিমো): এই সুবিধার

কারণে একই সময়ে একাধিক যন্ত্রে তথ্য পাঠানো যাবে। এটি ১৬-৩২ অ্যানটেনা ব্যবহার করবে। ব্যাটারি সঞ্চয়: ওয়াই-ফাই ৭ ব্যাটারি খরচ কম করবে। ফলে এর সঙ্গে তার ছাড়া যুক্ত যন্ত্রগুলোর ব্যাটারির স্থায়িত্ব বাড়বে ও শক্তি ওয়াই-ফাই ৭ হবে সাশ্রয়ী, দ্রুতগতির ও নিরাপদ। এটি আসার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াই-ফাই প্রযুক্তি নতুন যুগে প্রবেশ করবে। ওয়াই-ফাই ৭ যেসব নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যের হতে পারে ওয়াই-ফাই এনক্রিপশন: এটি ওয়াই-ফাইয়ের মাধ্যমে আদান-প্রদান করা তথ্যকে এনক্রিপ্ট করবে, যাতে অন্য কেউ তথ্যে প্রবেশ করতে পারে। ওয়াই-ফাই ৬-এ এটি ছিল না। প্রমাণীকরণ: ওয়াই-ফাই ৭*-*এর জন্য আরও শক্তিশালী দুই-স্তর প্রমাণীকরণ (টু স্টেপ অথেনটিকেশন) এবং অন্যান্য নিরাপত্তা ধাপগুলো চালু করা

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা: ম্যাক অ্যাদ্রেস রেন্ডমাইজেশন ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ব্যবহারকারীদের গোপনীয়তা বাড়াবে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা: ওয়াই-ফাই ৭ আগের সংস্করণের তুলনায় নিরাপত্তা উন্নত করতে ব্যাপক কাজ করছে। তবে এখনো এসবের কার্যকারিতা নিশ্চিত করা হয়নি। সময় বলে দেবে ওয়াই-ফাই ৭ নিরাপত্তায় কতটা কার্যকর হবে।

### মাইক্রোসফটে আসছে নতুন আপডেট



আপনজন ডেস্ক: ২০২০ সালে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত নেন, জিনের ডাটা সংরক্ষণে আলফানিউমেরিক সিম্বলে বদল আনার। কারণ এক্সেলের একটি ফিচার ডাটাগুলোকে রিসেট করে দিচ্ছিল। এই সিকোয়েন্সের নামগুলোকে তারা তারিখ হিসেবে চিহ্নিত করে। সম্প্রতি মাইক্রোসফট নতুন আপডেট নিয়ে আসছে। অটোমেটিক কনভারসনের এই ফিচারের বিষয়টি ঠিক করতে কাজ শুরু করেছে মাইক্রোসফট। এই ফিচারের কিছু সমস্যা রয়েছে। কারণ যখন অটোমেটিক

কনভারসন হয় তখন সিম্বল বা নিউমেরিক ডাটায় পরিবর্তন এনে ফেলে। এই পরিবর্তন হয়তো অনেক সময় এত লক্ষ্যনীয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জার্নালে পাবলিশ করলে ও সামান্য ডাটা পরিবর্তনও অনেক বড় পার্থক্য গড়ে দেয়। গত বছর কোম্পানিটি এক্সেলে ডাটাশিট যখন এমন পরিবর্তন করবে তখন যেন ব্যবহারকারীকে সতর্ক করে দেয় এমন একটি ফিচার যুক্ত করে। নতুন আপডেটের মাধ্যমে এই সমস্যার চিরতরে অবসান হবে বলে জানা

### গুগল ফটোজে সংরক্ষণ করা যাবে অরিজিনাল ছবি

সাইজের ছবি ব্যাকআপের সুবিধা নিয়ে আসছে গুগল ফটোজ। এখন থেকে পিক্সেল ৮ সিরিজে গুগল ফটোজ অ্যাপ ব্যবহারকারীরা অরিজিনাল বা 'র' ফাইল ব্যাক আপ রাখতে পারবে। প্রযুক্তিবিদদের আশা ফটোজ অ্যাপসের ফিচারটি অ্যানড্রয়েড ও আইওএস উভয় সংস্করণে পাওয়া যাবে। 'র' ফটো ফাইল হচ্ছে মূলত ক্যামেরায় তোলা অরিজিনাল আনপ্রসেসড ছবি। যেখানে ছবির বিস্তারিত তথ্য সংরক্ষিত থাকে। অরিজিনাল ব্যবহার করে ছবি এডিট ও কালার গ্রেডিং করা যথেষ্ট সহজ হয়। যে কারণে এ ফরমেটের

আপনজন ডেস্ক: অরিজিনাল



গুগল ফটোজ এখন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গুগল ক্লাউডে ক্যামেরায় তোলা 'র' ফটো ফাইলগুলো আপলোড করবে। গুগল অ্যাপ্লিকেশনটি ফটোগুলো আলাদাভাবে তালিকাবদ্ধ করবে। পাশাপাশি সে ফাইলগুলোকে 'র' ফাইলের ব্যাজে চিহ্নিত করা হবে।

# মূল চার্জারের বদলে অন্য চার্জার ব্যবহার করছেন?

গবেষণা চলছে শত বছর ধরে,

চলতে পারে আরো ১০০ বছর!

পিচ ড্রপ এক্সপেরিমেন্ট

পরীক্ষার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন জন

মেইনস্টোন। তবে তিনি এখনও

পর্যন্ত এক বারও পিচের ফোঁটা

তিনি জল খেতে পরীক্ষাগারের

তা নিয়ে মেইনস্টোনের

আফসোসের অন্ত ছিল না।

পড়তে দেখেননি। এক বার নাকি

বাইরে বেরিয়েছিলেন। সেই সময়

ওই পিচের ফোঁটা পড়ে যায়। আর

১৯৩৮ সালে পিচ ড্রপ পরীক্ষার

প্রথম পিচের ফোঁটা তৈরি হয়। এর

পর ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৯

পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি পিচের ফোঁটা

তৈরি হয়েছিল। সপ্তম ফোঁটাটি

আনুমানিক পৌনে ৫টা নাগাদ

ব্রিসবেনের ওয়ার্ল্ড এক্সপো ৮৮-তে

প্রদর্শন করা হয়েছিল। তবে কেউই

দেখেননি। এ পরীক্ষায় অষ্টম ফোঁটা

২০০০ সালের ২৮ নভেম্বর তৈরি

হয়েছিল। নবম ফোঁটাটি ২০১৪

সালের ১৭ এপ্রিলে পড়তে দেখা

গিনেস বুকেও নাম তুলেছে পিচ

ড্রপ পরীক্ষা। গিনেস ওয়ার্ল্ড

হয়, ফানেলের উপর যা পিচ

আছে, তাতে অন্তত আরও ১০০

পারে। পরীক্ষাটি কোনো বিশেষ

বায়ুমগুলীয় অবস্থায় করা হয় না।

তাই তাপমাত্রার রকমফের পিচের

ফোঁটা তৈরির কোনো নির্দিষ্ট সময়

পরে পরীক্ষাগারে একটি শীতাতপ

নেই। তবে সপ্তম ফোঁটা তৈরির

তাপমাত্রা কমে যাওয়ার কারণে

বর্তমানে পিচের একটি ফোঁটা তৈরি

যন্ত্ৰ লাগানো হয়েছিল। গড়

বছর ধরে এই পরীক্ষা চলতে

অনুযায়ী, এটিই 'বিশ্বের দীর্ঘতম

সময় ধরে চলা পরীক্ষা'। মনে করা

পাত্রে পড়েছিল। পরীক্ষাটি

সেই পিচের ফোঁটা পড়তে

১৯৮৮ সালের ৩ জুলাই

হতে আরও বেশি সময় লাগে।

আগে যেখানে ৮-৯ বছর সময়

লাগত, এখন সেখানে ১২-১৩

বিশ্বের অনেক বিজ্ঞানীই মনে

করেন, পিচ ড্রপ পরীক্ষা সময় নষ্ট

করা ছাড়া আর কিছু না। ২০০৫

মেইনস্টোনকে এই পরীক্ষার জন্য

পুরস্কারের ব্যঙ্গ করে দেওয়া একটি

পুরস্কার) দেওয়া হয়। পার্নেল মারা।

সালের অক্টোবরে পার্নেল এবং

ইগনোবেল পুরস্কার (নোবেল

গিয়েছেন ১৯৪৮ সালে। তাই

বর্তমানে পরীক্ষাটি একটি

মেইনস্টোন।

রয়েছে।

ইগনোবেল পুরস্কার নিয়েছিলেন

ক্যামেরার সাহায্যে পর্যবেক্ষণ করা

হয়। তবে প্রযুক্তিগত সমস্যার জন্য

পিচের অষ্টম ফোঁটা তৈরির সময়

তা রেকর্ড করা যায়নি। বর্তমানে

পিচ ড্রপ পরীক্ষাটি কুইন্সল্যান্ড

ক্যাম্পাসের স্কুল অব ম্যাথমেটিক্স

অ্যান্ড ফিজিক্সের পার্নেল ভবনের

দোতলায় প্রদর্শনীর জন্য রাখা

প্রতি বছর কয়েক লাখ মানুষ

ইন্টারনেটে সেই পরীক্ষার লাইভ

স্ট্রিম দেখে। সেই পরীক্ষা চাক্ষুষ

অনেকে। হৃদ্রোগে আক্রান্ত হয়ে

২০১৩ সালের ২৩ অগস্ট মারা

গিয়েছেন মেইনস্টোনও। বর্তমানে

পিচ ড্রপ পরীক্ষার দায়িত্বে রয়েছেন

করতেও পরীক্ষাগারে যান

অ্যান্ড্র হোয়াইট। তবে শুধু

অস্ট্রেলিয়া নয়, আয়ারল্যান্ড

চলছে বহু বছর ধরে। তবে

স্কটল্যান্ডেও এই একই পরীক্ষা

অস্ট্রেলিয়া বাদে বাকি দুই দেশের

পরীক্ষার 'বয়স' এত বেশি নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট লুসিয়া

বছর সময় লাগে।



C + 3

# মাধ্যমিক-হাই মাদ্রাসা প্রস্তৃতি ২০২৪

#### মডেল প্রশ্ন-উত্তর

#### ইতিহাস **HISTORY**

**Time — Three Hours Fifteen Minutes** 

(First *fifteen* minutes for reading the question paper only)

Full Marks — 90

Special credit will be given for answers which are brief and to the point. Marks will be deducted for spelling mistakes, untidiness and bad handwriting

নতুন পাঠ্যসূচি

(কেবলমাত্র দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচি অনুযায়ী)

#### মডেল প্রশ্নপত্র : সেট - ১

		মডেল প্রশ্ন	1a : সে <i>চ</i> - ১		
		বিভ	াগ—ক		
,	সঠিক উত্তর্গটি বেছে নিয়ে লেখে				> × <0 = <0
	ভারতে রেলপথ ব্যবস্থার সূচন				2 1 1-
	(ক) লর্ড রেন্টাখ্ক,	(খ) লর্ড ক্যানিং,	(গ) লর্ড ময়রা,	(ঘ) লর্ড ডালহৌসি।	
5.5	'জীবন স্মৃতি' প্রথম প্রকাশিত হ		्ां नाच चत्रताः	(1) -10 01-10-11-11	
٥. ٧	(ক) প্রবাসী পত্রিকায়,	্রেরাহ্বা (খ) দেশ পত্রিকায়,	(গ) বজ্ঞাদর্শন পত্রিকায়,	(ঘ) সোমপ্রকাশ পত্রিকায়।	
	(ক) প্রবাসা পার্রকার, 'বামাবোধিনী পত্রিকা'র প্রথম স		(গ) বভাগনান সাত্রকার,	(ব) সোশপ্রধাশ সার্থার।	
3.0			(a) <del>Tarkers us</del>		
	(ক) কেশবচন্দ্র সেন,	(খ) দীনবন্ধু মিত্র,	(গ) উমেশচন্দ্র দত্ত,	(ঘ) ক্ষেত্ৰমোহন দত্ত।	
3.8	ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে				
	(ক) লর্ড মেকলে,	(খ) কালীপ্রসন্ন সিংহ,	(গ) রামমোহন রায়,	(ঘ) ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন।	
3.৫	নব্যবঙ্গ গোষ্ঠী প্রকাশিত পত্রিক		<b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * * *		
	(ক) লাঙল,	(খ) পার্থেনন,	(গ) জ্ঞানাম্বেষণ,	(ঘ) হিন্দু পায়োনিয়ার।	
5.8	বাংলার প্রথম আদিবাসী বিদ্রোহ		( ) ( )		
	(ক) কোল বিদ্রোহ,	(খ) চুয়াড় বিদ্রোহ,	(গ) মুভা বিদ্রোহ,	(ঘ) ভীল বিদ্রোহ।	
۵.۹	'নীল কমিশন' গঠিত হয়েছিল–				
	(ক) ১৮৫৭ খ্রি.,	(খ) ১৮৫৮ খ্রি.,	(গ) ১৮৫৯ খ্রি.,	(ঘ) ১৮৬০ খ্রি.।	
3.8	মহারানির ঘোষণাপত্র অনুযায়ী			45.	
	(ক) লর্ড বেন্টিঙ্ক,	(খ) লর্ড ডালহৌসি,	(গ) লর্ড ক্যানিং,	(ঘ) লর্ড লিটন।	
১.৯	জমিদার সভার প্রথম সম্পাদক				
	(ক) রাধাকান্ত দেব,	(খ) প্রসন্নকুমার ঠাকুর,	(গ) দ্বারকানাথ ঠাকুর,	(ঘ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।	
٥٤.٥	'গোরা' উপন্যাসের গোরা জাতি	ঠতে ছিলেন—			
	(ক) আইরিশ,	(খ) ব্রিটিশ,	(গ) ফরাসি,	(ঘ) ওলন্দাজ।	
۵.۵۵	ভারতের প্রথম সংবাদপত্র প্রকা	শ করেন—			
	(ক) চার্লস উইলকিনস,	(খ) মার্শম্যান,	(গ) উইলিয়াম কেরি,	(ঘ) জেমস হিকি।	
১.১২	'ক্রেসকোগ্রাফ' আবিষ্কার করেছি				
	(ক) মেঘনাদ সাহা,	(খ) জগদীশচন্দ্র বসু,	(গ) সি.ভি. রমন,	(ঘ) প্রফুল্লচন্দ্র রায়।	
٥٤.د	AITUC এর প্রথম সভাপতি গি				
	(ক) লালা লাজপত রায়,	(খ) এস. এ. ডাঞো,	(গ) পি. সি. যোশী,	(ঘ) এন. জি. রঙ্গ।	
5.58	ভারতে প্রথম মে দিবস পালিত		. ,		
	(ক) ১৯২৫ খ্রি.	(খ) ১৯২৭ খ্রি.	(গ) ১৯২৩ খ্রি.	(ঘ) ১৯২৪ খ্রি.।	
5.5@	ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতি		. ,	. ,	
_,,,,	(ক) দিল্লিতে,	(খ) কলকাতায়,	(গ) লাহোরে,	(ঘ) কানপুরে।	
	(4) 1111660,	(1) 4-141018,	(1) 116-16.19	(4) 41-1-7641	
	বাংলায় অরন্ধন দিবস পালিত	কমেছিল ১১০৫ খিস্টাকের—			
3.39			(গ) ১৫ অক্টোবর,	(ঘ) ১৬ অক্টোবর।	
	(ক) ১৫ জুলাই,	(খ) ১৬ জুলাই,	(গ) ১৫ অঞ্চোবর,	(খ) ১৬ অঞ্চোবর।	
5.59	ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের গ্র		(-1) 9	(_)	
			(গ) বীণা দাস,	(ঘ) লীলা নাগ (রায়)।	
5.5b	'হরিজন' পত্রিকা প্রকাশ কর্রো				
		(খ) বি. আর. আম্বেদকর,	(গ) মহাত্মা গান্ধি,	(ঘ) জ্যোতিবা ফুলে।	
۵.১৯	স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বরাফ্ট্রয				
	(ক) বল্লভভাই প্যাটেল,		(গ) জওহরলাল নেহরু,	(ঘ) গুলজারিলাল নন্দ	l
১.২০	রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নেড্	`			
	(ক) এস. কে. দার,	(খ) জওহরলাল নেহরু,	(গ) বল্লভভাই প্যাটেল,	(ঘ) ফজল আলি।	
		वि	ভাগ—খ		
	ত্ৰ কোনো আনোট প্ৰস্পের ট	, ,	।তান খকে অন্ততঃ একটি প্রশ্নের উত্তর	फिरू करत्र).	S w Sh = Sh
٧.			বকে অন্ততঃ একাচ প্রশ্নের ভত্তর	IN(0 2(4):	> × > % = > %
	উপবিভাগ: ২.১ একটি বাক্যে				> × 8 = 8
	'জীবনের ঝরাপাতা' কার আত্ম	জাবনা ?			
	'নববিধান' কী?	6			
	বেঞ্চাল কেমিক্যালের প্রতিষ্ঠাত				
২.১.৪	ডন সোসাইটির সম্পাদক কে ছি				
	উপবিভাগঃ ২.২ ঠিক বা ভুল বি	নির্ণয় করো:			> × 8 = 8
	দাবা খেলার জন্ম ভারতে।	•			
	'বামাবোধিনী' একটি নারী সমি				
	দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ ছিলেন দিয়ি				
২.২.৪	ইলবার্ট বিল পাশ করেছিলেন ক				
	উপবিভাগঃ ২.৩ 'ক' স্তম্ভের স	জো 'খ' স্তম্ভ মেলাও			> × 8 = 8
	'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ			
5.0 4	শ্রীরামপুর মিশন প্রেস				
3103	মিরাট বড়যন্ত্র মামলা	২. উইলিয়াম কেরি			
7.0.4	দীপালি সংঘ	২. ভহাগরা <b>ন</b> বেশর ৩. বীণা দাস			
	শাসালে সংখ স্ট্যানলি জ্যাকসন	৩. বাণা দাস ৪. বেঞ্জামিন ব্রাডলি			
<b>২.৩.</b> ৪			হ স্থানগুলি চিহ্নিত করো ও না <b>ং</b>	ज त्यारकोर-	<b>\</b> 0 = 0
501	ঙপাবভাগ: ২.৪ প্রদত্ত ভারত< কোল বিদ্রোহের এলাকা।	বিষ্কৃতি বালালাত বি নিয়ালাখি	ত ব্যালগুলে চোহত করো ও নী	म <b>८</b> णारचाः	> × 8 = 8
		7.1			
	নীল বিদ্রোহের কেন্দ্র— যশোর				
	মহাবিদ্রোহের একটি কেন্দ্র— া	IYIജ I			
ર.8.8	দেশীয় রাজ্য কাশ্মীর।				_
	উপবিভাগ: ২.৫ নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির সঞ্চো সঠিক ব্যাখ্যাটি নির্বাচন করো:				> × 8 = 8
২.৫.১	বিবৃতি: উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরণ ঘটেছিল।				
		ানেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল			
			ধুনিক চিন্তাভাবনার প্রকাশ ঘটেছি	्न ।	
	ব্যাখ্যা ৩. এই সময়ে সতীদাহ প্রথার নিবারণ ঘটেছিল।				
২.৫.২	বিবৃতি: তিতুমীর বাঁশের কেল্লা	ৈ তৈরি করেছিলেন।			
	ব্যাখ্যা ১. তিতুমীর ছিলেন এক				
	ব্যাখ্যা ২. তিনি লালকেল্লাকে ত				
		দ্ধে যুপ্থের জন্য তৈরি হয়েছিলে	ন		
২.৫.৩	বিবৃতি: বঞ্চাভঞ্চা-বিরোধী আ				
	ব্যাখ্যা ১. কৃষকেরা বঞ্চাভঞ্চাবে				
		্বুরু জারানা তৃবৃন্দ কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য	কোনো কর্মসচি নেয়নি।		
		ত্ব্যু গ সুন্দলের বানরনার এক।			

ব্যাখ্যা ৩. বঞ্চাভঞ্চা কৃষকদের মঞ্চালসাধন করেছিল।

ব্যাখ্যা ১. শ্রমিকেরা তাদের মজুরি বাড়াতে চাইত।

ব্যাখ্যা ৩. শ্রমিকদের কাজের অঞ্চাই ছিল ধর্মঘট করা।

বাংলায় সমাজসংস্কারে ব্রায়সমাজের অবদান কী ছিল?

৩.৭ মহাবিদ্রোহের পরে ভারতের শাসন ব্যবস্থায় কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল?

ব্যাখ্যা ২. শ্রমিকেরা কাজ করতে চাইত না।

পরিবেশের ইতিহাসচর্চা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩.২ ইতিহাসচর্চায় ইন্টারনেটের দু'টি সুবিধা লেখো। ৩.৩ মেকলে মিনিট বলতে কী বোঝো?

সাঁওতাল বিদ্রোহের উদ্দেশ্য কী ছিল?

৩.৬ ফরাজি খিলাফততন্ত্র বলতে কী বোঝো?

২.৫.৪ বিবৃতি: বিশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় শ্রমিকেরা প্রায়শই শিল্প ধর্মঘট করত।

৩. দু'টি অথবা তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও (যে কোনো এগারোটি) :

বিভাগ—গ

 $2 \times 35 = 22$ 

ডীনশ শতকে জাতীয়তাবাদ প্রসারে 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থের কীরূপ অবদান ছিল?

'শ্রীরামপুর ত্রয়ী' কাদের বলা হত?

সারা ভারত কিষান কংগ্রেস গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য কী ছিল?

৩.১২ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে কমিউনিস্টদের অবদান কী ছিল?

৩.১৩ কার্লাইল সার্কুলার বলতে কী বোঝো?

৩.১৪ মাহার সত্যাগ্রহ বলতে কী বোঝো? ৩.১৫ PEPSU কী?

৩.১৬ পত্তি শ্রীরামালু স্মরণীয় কেন?

#### বিভাগ—ঘ

8. সাত বা আটটি বাক্যে যে কোনো ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও (প্রতিটি উপবিভাগ থেকে অন্ততঃ একটি করে প্রশ্নের উত্তর দাও):

উপবিভাগ: ঘ.১

৪.১ বিপিনচন্দ্র পালের আত্মজীবনী 'সত্তর বৎসর' গ্রন্থের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?

৪.২ 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' গ্রন্থে তৎকালীন সমাজের কীরূপ চিত্র পাওয়া যায়?

উপবিভাগ: ঘ.২

নীলবিদ্রোহে বাংলার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির ভূমিকা বিশ্লেষণ করো।

৪.৪ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আঁকা 'ভারতমাতা' চিত্রের মধ্যে দিয়ে যে জাতীয়তাবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন তা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো।

৪.৫ বাংলায় বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে IACS এর অবদান ব্যাখ্যা করো।

৪.৬ বঙ্গাভঙ্গা-বিরোধী আন্দোলনে শ্রমিক শ্রেণির অংশগ্রহণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

উপবিভাগ: ঘ.৪ ৪.৭ বিশ শতকের ভারতে নারী আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ করো।

৪.৮ আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা থেকে দেশভাগ সম্পর্কে কী জানা যায়?

৫. পনেরো বা যোলোটি বাক্যে যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

৫.১ ভারতে কীভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা ও প্রসার ঘটেছিল? ৫.২ ভারতসভার কার্যাবলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫.৩ সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে ছাত্রদের অংশগ্রহণের চরিত্র বিশ্লেষণ করো। তুমি কী তাদের আন্দোলনের পথকে সঠিক মনে করো?

১.১-ঘ, ১.২-ক, ১.৩-গ, ১.৪-খ, ১.৫-ক, ১.৬-খ, ১.৭-ঘ, ১.৮-গ, ১.৯-খ, ১.১০-ক, ১.১১-ঘ, ১.১৬-ঘ, ১.১৩-ক, ১.১৪-গ, ১.১৫- ঘ, ১.১৬-ঘ, ১.১৭- খ, ১.১৮-গ, ১.১৯-ক, ১.২০-ঘ। ২.১.১-সরলাদেবী চৌধুরানী, ২.১.২-কেশবচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ, ২.১.৩-প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ২.১.৪-সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ২.২.১-ঠিক, ২.২.২-ভুল, ২.২.৩-ভুল, ২.২.৪-ঠিক। ২.৩.১-২, ২.৩.২-৪, ২.৩.৩-১, ২.৩.৪-৩, ২.৫.১-ব্যাখ্যা ৩, ২.৫.৩-ব্যাখ্যা ২, ২.৫.৪-ব্যাখ্যা ১।



# ২৪ পরগনার মধ্যে প্রথম

হার্টের অপারেশনের সুবিধাযুক্ত হাসপাতাল অ্যাঞ্জিওপ্লাস্টি বেলুন সার্জারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম পেস মেকার

# স্বল্পমূল্যে সেরা চিকিৎসার সুযোগ

ত হার্ট ও ব্রেন স্ট্রোক ছাড়াও সমস্ত রোগের সুচিকিৎসা

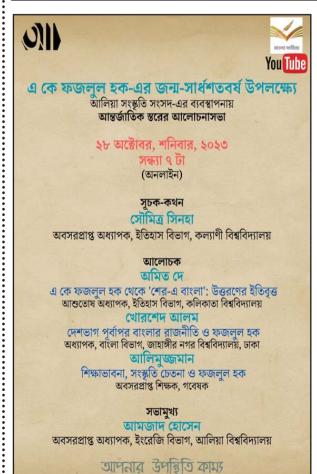
🗹 মাত্র ৩৫০০ টাকায় সম্পূর্ণ শরীর চেকআপ প্যাকেজ

সমস্ত ধরনের ল্যাব টেস্ট একই ছাদের তলায়

🗹 ২৪ ঘণ্টা ইউএসজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, ডায়ালিসিস, ডিজিটাল এক্স-রে ও সিটি স্ক্যান করার সুবিধা

ডিরেক্টর : ডা. মো. ফারুকউদ্দিন পুরকাইত (MBBS, MD, Dip. Card) সহরারহাট 🔾 ফলতা 🔾 দক্ষিণ ২৪ পরগনা

9123 721 642 / 6289 261 903





পথ নির্দেশিকাঃ জন্মীপুর-লালগোলা বাস ক্রটে, মহলদার পাড়া / কৃষ্ণশাইল

वात्र फॅलफ जास ५ किस विस्मारिनी सार्।

আপনজন ■ শনিবার ■ ২৮ অক্টোবর, ২০২৩

# সালাহর রেকর্ডের

# রাতে কীর্তি গড়ল লিভারপুল



আপনজন ডেস্ক: ২০২২-২৩ মৌসুম শেষে প্রিমিয়ার লীগ টেবিলের শীর্ষ চারে জায়গা না হয়নি লিভারপুলের। এতে উয়েফা ইউরোপা লীগে অবনমন হয় অলরেডদের। ইউরোপের দ্বিতীয় সেরা এই প্রতিযোগিতায় অবশ্য ছন্দ দেখাচ্ছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল। উড়ুছে টানা তিন জয়ে। বৃহস্পতিবার সবশেষ ম্যাচে অ্যানফিল্ডে ফরাসি লিগ ওয়ান ক্লাব তুলুজকে ৫-১ গোলে হারায় লিভারপুল। এতে ৩৩ বছরের পুরনো একটি স্মৃতি ফিরিয়েছে অলরেডরা। একইসঙ্গে রেকর্ড গড়েছেন লিভারপুলের মিশরীয় ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহ। ২০২৩-২৪ মৌসুমে ঘরের মাঠে খেলা ৭টি ম্যাচে শতভাগ জয় পেয়েছে লিভারপুল। ১৯৯০-৯১ মৌসুমের পর প্রথমবারের মতো এমন কীর্তি গড়লো অলরেডরা। সেবারও ৭ ম্যাচে ৭ জয় পেয়েছিল লিভারপুল।

ঘরের মাঠে ম্যাচের ৯ম মিনিটেই এগিয়ে যায় লিভারপুল। গোলটি করেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড দিয়েগো ১৬তম মিনিটে তুলুজকে সমতায় ফেরান দলটির ভাচ ফরোয়ার্ড দিজ ডালিঙ্গা। ৩০তম মিনিটে আবার এগিয়ে যায় লিভারপুল। গোলটি করেন জাপানিজ মিডফিল্ডার ওটারু এন্দো। ৩৪তম মিনিটে উরুগুইয়ান তারকা ডারউইন নুনেজের গোলে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে বিরতিতে যায় লিভারপুল। ৬৫তম মিনিটে স্কোরলাইন ৪-১ করেন অলরেডদের ডাচ্ মিডফিল্ডার রায়ান গ্রাভেনবার্চ। ৯০+৩তম মিনিটে স্কোরশিটে নাম তোলেন লিভারপুলের মিশরীয় ফরোয়ার্ড মোহাম্মদ সালাহ। আর এতেই রেকর্ডবুকে নাম তোলেন তিনি। ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় তুলুজের বিপক্ষে নিজের ৪৩তম গোলটি পেলেন সালাহ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লীগে খেলা ফুটবলারদের মধ্যে যা সর্বোচ্চ। উয়েফা ইউরোপা লীগে ৩ ম্যাচে তিন জয়ে পূর্ণ ৯ পয়েন্ট নিয়ে 'ই'

গ্রুপ টেবিলের শীর্ষে অবস্থান করছে

লিভারপুল। ৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে

# বর্ষসেরা নবাগতের চুড়ান্ত তালিকায় মেসি



আপনজন ডেস্ক: ইন্টার মায়ামিতে যোগ দিয়ে নিয়মিত ছন্দ দেখাচ্ছেন লিওনেল মেসি। গোল করা এবং অ্যাসিস্টে মেজর লীগ সকারের (এমএলএস) ক্লাবটিকে ইতিহাসে প্রথম শিরোপা উপহার দেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। গত জুলাইয়ে মায়ামিতে যোগ দিয়ে নৈপুণ্য ছড়ানো পারফরম্যান্সের সুবাদে এমএলএসের নবাগত বর্ষসেরার চূড়ান্ত তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন লিও। লিওনেল মেসির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করতে চেয়েছিল প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি)। নিজেদের ইতিহাসের সেরা ফুটবলারকে ফেরানোর চেষ্টা চালায় বার্সেলোনা। সৌদি প্রো লীগের ক্লাব আল হিলাল তো টাকার বস্তা নিয়ে নেমেছিল। ত্রিমুখী প্রচেষ্টাকে বুড়ো আঙুল

দেখিয়ে লিওনেল মেসি যোগ দেন ইন্টার মায়ামিতে। ডেভিড

পুরনো নৈপুণ্য ছড়াতে থাকেন আর্জেন্টাইন সুপারস্টার। মায়ামির হয়ে ১৪ ম্যাচ খেলে ১১ গোল করেন তিনি। এরমধ্যে লীগস কাপ শিরোপা জেতে দলটি। ইউএস ওপেন কাপে হয় রানার্সআপ। বর্ষসেরার লড়াইয়ে মেসির প্রতিদ্বন্দ্বী আটলান্টা ইউনাইটেডের হয়ে এই বছর এমএলএসে অভিষেক করা গ্রিক ফরোয়ার্ড জিওরগস জিয়াকোমাকিস ও সেন্ট সুইস সিটির জার্মান মিডফিল্ডার এডুয়ার্ড লোয়েন। ২০২৩ সালে ২৭ ম্যাচ খেলে আটলান্টার হয়ে ১৭ গোল করেন জিয়াকোমাকিস। সেন্ট লুইস সিটির হয়ে ১৮ ম্যাচ খেলে ৫টি গোল করেন ২৬ বছর বয়সী লোয়েন।

# কোহলির ৫০তম শতরান কবে, জানেন গাভাস্কার!



আফ্রিকার বিপক্ষে! কিন্তু নির্দিষ্ট

আপনজন ডেস্ক: নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচেই নিজের ৫০তম শতরানটি পেয়ে যেতে পারতেন বিরাট কোহলি। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাঁর সেটি হয়নি। ৯৫ রানেই থেমেছে সেই ইনিংস। যদিও তাতে কোনো দুঃখ থাকার কথা নয় কোহলির। কিউইদের বিপক্ষে ভারতকে জিতিয়েছে যে সেই ইনিংস। তবে ধর্মশালার ম্যাচেই শতরানের অর্ধশতকটি হাঁকিয়ে ফেললে ভারতীয় ক্রিকেট-সমর্থকদের আনন্দের মাত্রাটা আরও বাড়ত। কোহলি আজ হোক কাল হোক, ৫০তম শতকটি পেয়ে যাবেন, অপেক্ষাটা শুধ সময়েরই। তবে কিংবদন্তি সনীল গাভাস্কার কোহলির ৫০তম শতক নিয়ে দারুণ একটা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। গাভাস্কার মনে করেন, কোহলি এ কীর্তি গড়বেন খুব শিগগিরই। ভারতীয় কিংবদন্তি দিন-তারিখও বলে দিয়েছেন, সেটি আগামী ৫ নভেম্বর কলকাতায়, দক্ষিণ

করে দিনটির কথাই কেন বললেন গাভাস্কার? ৫ নভেম্বর যে কোহলির জন্মদিন। স্টার স্পোর্টসকে গাভাস্কার কোহলির ৫০তম শতক নিয়ে বলতে গিয়ে দারুণ একটি দৃশ্যকল্পও রচনা করেছেন। তিনি মনে করেন, সেদিন ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেনসে হাজার হাজার দর্শকের সামনে কোহলি যখন নিজের ৫০তম শতকটি করবেন. তখন দর্শকেরা দাঁড়িয়ে বিপুল করতালিতে ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সেরা এই ব্যাটসম্যানের অর্জনকে অভিনন্দন জানাবেন। গাভাস্কার বলেছেন, '৫ নভেম্বর বিরাট কোহলির জন্মদিন। সেদিন কলকাতার ইডেনে দক্ষিণ

আফ্রিকার সঙ্গে খেলবে ভারত।

নিজের ৫০তম শতকটি করে

আমি মনে করি, কোহলি সেদিনই

ফেলবে। নিজের জন্মদিনের দিন

৫০তম শতক, এর চেয়ে চমৎকার

উপলক্ষ আর হয় নাকি! কোহলির সেই ৫০তম শতক ইডেনের হাজার হাজার দর্শক দাঁডিয়ে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানাবেন। এমন একটা মুহূর্ত তো যেকোনো ক্রিকেটারেরই স্বপ্ন। এবারের বিশ্বকাপে এখন পর্যন্ত কোনো ম্যাচ হারেনি ভারত। টানা পাঁচ ম্যাচ জিতে ভারত এরই মধ্যে সেমিফাইনাল প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে। কোহলি পাঁচ ম্যাচে করেছেন ৩৫৪ রান। বাংলাদেশের বিপক্ষে পুনেতে করেছেন নিজের ৪৮ তম ওয়ানডে শতরানটি। প্রতিটি ম্যাচেই তিনি রেখে চলেছেন অবদান। ২৯ অক্টোবর ভারত নিজেদের পরের ম্যাচ খেলবে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে, লক্ষ্ণৌতে। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এর পরের ম্যাচটি ভারত খেলবে ২ নভেম্বর মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে

স্টেডিয়ামে।

# শাদাবের চোটে বিশ্বকাপের প্রথম কনকাশন-বদলি উসামা



আপনজন ডেস্ক: ফিল্ডিংয়ের সময় শাদাব খান মাথায় আঘাত পেয়ে মাঠের বাইরে চলে গ্রেছেন। কনকাশন-বদলি হিসেবে তাঁর জায়গায় নেমেছেন পাকিস্তানের আরকে লেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার উসামা মির। মাঠে নামার পর বল হাতে নিয়ে প্রথম ওভারেই পেয়েছেন উইকেটও। নিজের পঞ্চম বলেই এলবিডব্লু করে ফিরিয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাটসম্যান ফন ডার ডুসেনকে। চেন্নাইয়ে পাকিস্তানের দেওয়া ২৭১ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। এই প্রতিবেদন লেখার সময় ২৩.২ ওভারে ৪ উইকেটে তুলেছে ১৪৬ রান।

শাদাব চোট পান দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের প্রথম ওভারেই। ইফতিখার আহমেদের করা দ্বিতীয় বলটি মিড অনে ঠেলে দিয়ে রানের জন্য দৌড়ান টেম্বা বাভুমা। দ্রুত বল তুলে নিয়ে থ্রো করেন শাদাব। কিন্তু থ্রো করার পর মাঠে পড়ে যান। মাথা গিয়ে লাগে মাটিতে। মাঠেই তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। স্ট্রেচার মাঠে এলেও শেষ পর্যন্ত হেঁটেই মাঠ ছাড়েন শাদাব।

শাদাবের চোটে বিশ্বকাপের প্রথম কনকাশন সাব হিসেবে নেমে উইকেটও পেয়েছেন উসামা মির শাদাবের চোটে বিশ্বকাপের প্রথম কনকাশন সাব হিসেবে নেমে

উইকেটও পেয়েছেন উসামা মিরছবি: রয়টার্স এরপর আর মাঠে নামেননি তিনি। শেষ পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসের ১৫ তম ওভারে জানা যায়, শাদাব আর এ ম্যাচে মাঠে নামতে পারবেন না। তাঁর জায়গায় কনকাশন বদলি হিসেবে মাঠে নামেন উসামা। এক বিবৃতিতে শাদাবের কনকাশন-বদলি হিসেবে উসামাকে নেওয়ার কথা জানায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও। শাদাবের বদলি হিসেবে আগে থেকেই ফিল্ডিং করা উসামা বল হাতে নেন ১৯তম ওভারে। উইকেটও নেন সেই ওভারেই।

## গলসির তেঁতুলমুড়িতে ফুটবল খেলায় জয়ী সিমনোড়ি



আজিজুর রহমান 🗕 গলসি আপনজন ডেস্ক: তেতুলমুড়ি তরুন সংঘের পরিচালনায় ৪৩ তম কবি কাজী নজরুল স্মৃতি ট্রফি ২০২৩ এর সুচনা হল শুক্রবার।

মোট বারোটি দলকে নিয়ে ওই খেলা শুভ সূচনা করা হয়। মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সুচনা করেন গলসি ২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি লিলি

মোল্লা। এরপরই অতিথি বরন ও নজরুল মুর্তিতে মাল্যদান করা হয়। মাঠে ফুটবলে কিক মেরে খেলার সুচনা করেন গলসি ওসি দীপঙ্কর সরকার। এদিনের উদ্বোধনী ম্যাচে সিমনোডি মেঘা ট্রেডার্স ও কালনা রোড ফেন্সী ক্লাব মুখমুখি হয়। খেলার প্রথম অর্ধের ২০ ও ২৪ মিনিটে সিমনোড়ি খেলোয়াড় মহম্মদ ইসরাইল পরপর দুটি গোল করেন। আবার ২৭ মিনিটে রাকেশ মজুমদার তৃতীয় গোলটি করেন। প্রথম অর্ধে মোট তিনটি গোল করে সিমনোডী। দ্বিতীয় অর্ধে ৪৫ মিনিটে আবার মহম্মদ ইসরাইল একটি গোল করেন। ৫৫ মিনিটে সিমনোড়ির খেলোয়াড় রমেন হাঁসদা পঞ্চম গোল করেন। তবে বার বার সুযোগ পেয়ে গোল পরিশোধ করতে ব্যার্থ হয় কালনা। খেলায় সিমনোডি মেঘা ট্রেডার্স ৫ - ০ গোলে জয়লাভ করে। খেলার সেরা হন সিমনোড়ির খেলোয়াড মহম্মদ

# অটোরিকশায় যে তিক্ত অভিজ্ঞতার শিকার স্টোকস

আপনজন ডেস্ক: সময়টা এমনিতে ভালো যাচ্ছে না ইংল্যান্ডের। বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসেবে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে এসে এখন পর্যন্ত দল হিসেবে ছন্দ খঁজে পায়নি ইংলিশরা। চোটও কম ভোগাচ্ছে না তাদের। চোটের কারণেই শুরু থেকে ইংল্যান্ড পায়নি দলের সেরা তারকা বেন স্টোকসকে। প্রথম তিন ম্যাচ খেলতে পারেননি স্টোকস। শেষ দুই ম্যাচে অবশ্য একাদশে আছেন তিনি। যার একটি আজ শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। এই ম্যাচের আগে স্টোকস ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। ভিডিওতে ভারতে অটোরিকশায় তিক্ত অভিজ্ঞতার গল্প শুনিয়েছেন স্টোকসের সঙ্গে ওই অটোরিকশায়

আরো ছিলেন তাঁর ইংল্যান্ড দলের সতীর্থ লিয়াম লিভিংস্টোন ও ইংল্যান্ড দলের ফিটনেস ট্রেনার অ্যান্ডি মিচেল। পরো গল্পটা স্টোকসের মুখেই শোনা যাক, 'আমার, লিভির (লিভিংস্টোন) উচ্চতা অনেক। আমাদের সঙ্গে



ছিলেন ফিটনেস কোচ মিচেল। সে উচ্চতায় আমাদের চেয়েও বড়। কিন্তু টুক-টুক (অটোরিকশা) খুব বড় ছিল না। আপনি কল্পনা করুন আমরা কতটা গাদাগাদি করে টক-টুকের পেছনে বসেছিলাম। আমরা শুধু এটাই পেয়েছিলাম। আমরা উদ্দেশ্যহীন ছুটছিলাম। এটা ধীর হয় না. শুধ চলতেই থাকে।'

তিক্ত অভিজ্ঞতার গল্প বলার সময় অটোরিকশায় সেদিনের ভিডিও

দেখান স্টোকস। অটোরিকশার ভেতরের অংশ অবশ্য দেখা যায়নি। তবে বোঝা যাচ্ছিল, বেশ দ্রুতগতিতে চলছিল অটোরিকশাটি। একবার হঠাৎ অটোরিকশার সামনে একটি মাইক্রোবাসকেও ঢুকে যেতে দেখা যায়। যেটা ভয়ংকর ব্যাপারই ঠেকার কথা স্টোকসদের কাছে। কিন্ধ ঘটনাটি ঠিক কোথায় ঘটেছে ভিডিও দেখে বোঝার উপায় নেই।



অবশেষে বিশ্বকাপের হারিয়ে যাওয়া জমজমাট লড়াইয়ের সে রোমাঞ্চ ধরা দিল চেন্নাইয়ে। পাকিস্তানের হৃদয় ভেঙে সেখানে ১ উইকেটের জয় পেয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা–ভারতকে টপকে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষেও চলে গেছে তারা। অন্যদিকে খাদের কিনারে থাকা পাকিস্তান ধাক্কা খেয়েছে আরেকটি।

#### টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করেও অস্ট্রেলিয়ার ক্ষতি ১৮৬ কোটি টাকা



আপনজন ডেস্ক: টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করেও সর্বশেষ অর্থবছরে লাভ করতে পারেনি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। ২০২২ –২৩ অর্থবছরে সংস্থাটির ১ কোটি ৬৯ লাখ মার্কিন ডলার লোকসান হয়েছে, যা ভারতীয় মুদ্রায় ১৮৬ কোটি ৫৭ লাখ টাকার বেশি।

পুরো অর্থবছর মিলিয়ে ক্ষতি হলেও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ভালোই আয় হয়েছিল সিএর। গত বছরের অক্টোবর–নভেম্বরে বিশ্বকাপ আয়োজন করে ৪ কোটি ২৫ লাখ ডলার বা প্রায় ৪৭০ কোটি টাকা আয় করেছিল অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা। গতকাল প্রকাশিত সিএর বার্ষিক প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। ২০২২ –২৩ অর্থবছরের মধ্যে গ্যালারিতে দর্শক উপস্থিতির নতুন রেকর্ড দেখেছে অস্ট্রেলিয়া। টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারত– পাকিস্তান ম্যাচ দেখতে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে (এমসিজে) ছিলেন ৯২ হাজার দর্শক। এ ছাড়া পার্থ স্টেডিয়ামে ব্রিসবেন হিট ও পার্থ স্করচার্সের বিগ ব্যাশ ফাইনালেও ছিলেন ৫৩ হাজার ৮৬৬ দর্শক। তারপরও লাভে না থাকার অন্যতম কারণ হিসেবে অ্যাশেজের অনুপস্থিতির কথা বলা হয়েছে। সিএর প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০২৪-৩১ সময়ের জন্য ১৫১ কোটি ২০ লাখ মার্কিন ডলারের মিডিয়া স্বত্ব চুক্তি করা হয়েছে। চুক্তিতে অস্ট্রেলিয়ায় খেলা দেখানোর স্বত্ব দেওয়া হয়েছে ফক্সটেল গ্রুপ ও সেভেন ওয়েস্ট

মিডিয়াকে।





ভরসা একমাত্র আল্লাহ্

সেহারাবাজার রহমানিয়া আল-আমীন মিশন (বালক)

সেহারাবাজার রহমানিরা আল-আমীন মিশন - মদীনাবাগ

গার ইনঞ্চিনিট মিশন – সালার, রেলগেট, মুর্লিদাবা সুপার মিক ভৌর্স – মসজিদ মার্কেট, কাটোরা। মহঃ মলোরার

মুদ্ৰক, প্ৰকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্ৰিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্ৰকাশিত ও সমর প্ৰিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্ৰিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্ৰিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক। Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. Editorial Office: 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 Editor: Zaidul Haque